শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয় /বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১০টি	৮	২	-	৪টি	৬টি	(২৫%) হতে (১১৪.২৯ %)	৫টি	(০.৮১%) হতে (৬২.০৫%)

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ১০টি

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ ভূমি অধিগ্রহনে জটিলতা, পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব, ট্রেন্ডার প্রদানে সমস্যা ইত্যাদি।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

ক্রমিক নং	সমস্যা	ক্রমিক নং	সুপারিশ
৩.১	প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষনের অভাব।	৩.১	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩.২	নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন না করা।	৩.২	প্রকল্পের Audit দ্রুত সম্পন্ন করা।
৩.৩	প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ে পিসিআর প্রেরণ না করা।	৩.৩	প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করা।
৩.৪	প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ না পাওয়া।	৩.৪	প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৩.৫	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন সরকারের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সরকারী পরিবহন পুলে স্থানান্তর না করা।	৩.৫	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন সরকারের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সরকারী পরিবহন পুলে স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৩.৬	ইউজিসি'র আওতাধীন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন থাকার পরও ভৌত কাজের ডিজাইন প্রনয়ণ ও ভৌত কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথকভাবে পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান রাখা।	৩.৬	ইউজিসি'র আওতাধীন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন থাকায় ভৌত কাজ নিজস্ব জনবল দ্বারা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৩.৭	উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ	৩.৭	উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের

ক্রমিক নং	সমস্যা	ক্রমিক নং	সুপারিশ
	বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ না করা।		প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা।
৩.৮	অনুমোদিত ডিপিপি 'র সংস্থানের অতিরিক্ত নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা।	৩.৮	প্রকল্প বাস্তবায়নে উন্নয়ন পরিকল্পনা শৃঙ্খলা অনুসরণ করা।
৩.৯	উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের স্টেকহোল্ডার যেমন-সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ব্যাংক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।	৩.৯	ভবিষ্যতে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের স্টেকহোল্ডার যেমন-সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ব্যাংক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা।
৩.১০	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা না করা।	৩.১০	আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করা।

পর্যটন শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক (সংশোধিত) -শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নাম : পর্যটন শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।

২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্বদ্যিালয় মঞ্জুরী কমিশন।

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : সিলেট (জৈন্তাপুর) মৌলভীবাজার (কমলগঞ্জ) দিনাজপুর (নবাবগঞ্জ) খাগড়াছড়ি, বান্দরবান।

৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮১২.২৫	১৩৩৬.৯০	১৩১৬.২৯	জুলাই'২০০৯ হতে জুন,২০১৪	জুলাই'২০০৯ হতে জুন,২০১৫	জুলাই'২০০৯ হতে ডিসেম্বর,২০১৫	৫০৪.০৪ (৬২.০৫%)	১ বছর ৬ মাস (৩০%)

নোট: (১) আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রকৃত ব্যয় সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ৫০৪.০৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত DPP অনুযায়ী	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত DPP অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১।	ভাতাদি	থোক	৯.১০	৪ জন	৯.১০	৪ জন
০২।	পিএইচডি স্কলারশীপ	সংখ্যা	১৮৫.৬০	২২ জন	১৮৫.৬০	২২ জন
০৩।	এম ফিল স্কলারশীপ	সংখ্যা	৫৪.৩০	১২ জন	৫৪.৩০	১২ জন
০৪।	ফিল্ড ওয়ার্ক এন্ড ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন	থোক	৩৩০.০০	থোক	৩৩০.০০	থোক
০৫।	স্থানীয় পরামর্শক বিশেষজ্ঞ সম্মানী	সংখ্যা	২৯৪.০০	৩ জন	২৯৪.০০	৩ জন
০৬।	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	থোক
০৭।	স্টেশনারী	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০	থোক
০৮।	বই ও প্রকাশনা, সাময়িকী এবং প্রিন্ট	সংখ্যা	৭০.০০	১৫টি	৭০.০০	১৫টি
০৯।	অফিস সংস্কার	সংখ্যা	১২.১৫	৩টি স্থান	১২.১৫	৩টি স্থান
১০।	বই সাময়িকী ক্রয়	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০	থোক
১১।	স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের জন্য সম্মানী	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক
১২।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের জন্য সম্মানী	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত DPP অনুযায়ী	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত DPP অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১৩।	বিবিধ	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	থোক
১৪।	তথ্য সংগ্রহ ও পরীক্ষার যন্ত্রপাতি	থোক	৪৬.৪০	থোক	৪৬.৪০	থোক
১৫।	সিষ্টিমেটিক সার্ভে ইকুপমেন্ট	থোক	৫০.৩৫	থোক	৫০.৩৫	থোক
১৬।	খনন যন্ত্রপাতি	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০	থোক
১৭।	১টি জীপ ক্রয় ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি পিক আপ ভাড়া	সংখ্যা	১৮০.০০	৩টি	১৮০.০০	৩টি
১৮।	টেম্পোরারি কন্সট্রাকশন রিনোভেশন	সংখ্যা	২০.০০	৩টি	২০.০০	৩টি
	মোট		১৩৩৬.৯০		১৩১৬.২৯	

৭.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৮.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১। **পটভূমিঃ** প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার দ্বারা স্পষ্টভাবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা, মানব বসতি, মাইগ্রেশন, কৃষি ব্যবস্থার ধরণ পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। নগরায়ন, পরিবেশ পরিবর্তনের ধরণ এবং প্রাপ্ত প্রত্নব স্তুর মাধ্যমে ইতিহাস ও সংস্কৃতি পুনর্গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে শিক্ষার্থীরা পর্যটন শিল্পকে উন্নয়নের পাশপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

এছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তথা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শি ক্ষার মান উন্নয়নসহ জাতীয়ভাবে পর্যটন শিল্পের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব এবং যা জাতীয় রাজস্ব খাতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

নির্বাচিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এবং অনাবিস্কৃত প্রত্নস্থান খননের উদ্দেশ্য এবং প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর বসতি বিন্যাস সম্পর্কে জানার জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক মাঠকর্ম ও গবেষণা কাজ অবহেলিত ছিল। কারণ এক্ষেত্রে সুবিশাল কর্মের তুলনায় আমাদের দেশের গবেষণার ক্ষেত্রে অবহেলিত ছিল অন্যদিকে গবেষণা পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেটের পরিমান খুবই নগণ্য। বর্তমান সরকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে একটি ব্যাপক জরিপ, অনুসন্ধান, খনন ও গবেষণার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, গৃহপালন ও বসতি বিন্যাস, কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তনের ধারা, অভিভাসন প্রক্রিয়া, সংস্কৃতিক মূল্যায়ন, সমাজ ব্যবস্থার ধারাবাহিক উন্নয়ন, বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তিসহ বিভিন্ন বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী মানবগোষ্ঠীর সার্বিক চিত্র বিশেষকরে তাদের গোষ্ঠীচিমত্মা, প্রশাসনিক কাঠামো, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মীয় এবং সংস্কৃতির গুরম্নত্বপূর্ণ দিক ও সমসাময়িক উদ্ভিদ ও প্রাণি জগতের সার্বিক বিষয় প্রকল্পে নিয়োজিত গবেষকদের মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সূত্র ও নৃতাত্ত্বিক মানবগোষ্টির শিকড়, মাইগ্রেশন, উৎপত্তি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক ভ্রামত্ম ধারণা এবং ভূল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দ ক্ষ গবেষক তৈরীর মাধ্যমে ভূল তথ্য সমূহের একটি পরিস্কার ও স্বচ্ছ ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব।

পূর্ব ভারতে উচ্চ শ্রেণির সংস্কৃতি ধারক বাঙালিরা সম্ভবত প্রায় তিন হাজার বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ (পূর্ব ভারত) পা-ুরাজার ডিবিতে বসবাস করত যা খনন কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে যেমন মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহারপর, জৈন্তাপুর, রম্নমা, ভারতবায়না, যা আমাদের প্রচীন জনপদের অংশ এবং সাংস্কৃতিক গৌরব প্রতিনিধিত্ব করেছে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ-৭তম শতকের সময় প্রচীন বাংলাদেশ জনপদ সমূহ যেমন সমৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হিসেবে প্রমাণিত ছিল অনুরূপ ভাবে ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষাপীঠ হিসেবে প্রমাণিত হত। একাডেমিক চাহিদা পুরণে প্রত্নতাত্ত্বিক উন্ন্যনে প্রকল্প গ্রহ ণের সাথে জাতীয় চাহিদা সংরক্ষণ করতে কাজ করা হচ্ছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক জ্ঞান, সংর ক্ষণ পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রাচীন ঐতিহ্য এবং প্রাচীন স্থান পূনরম্নদ্ধার আমাদের দেশের অর্থনীতি মজবুত বিবেচনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৯.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

১. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, খনন সংস্কৃতিক কাজের বিষয়ে উন্নতিসাধনের করা;
২. পর্যটন শিল্পের টেকসই করা;

৩. বাংলাদেশের বিশেষ সংস্কৃতির জাতিগোষ্ঠির সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যায়নসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৪. ১২ জন এম. ফিল শিক্ষার্থী এবং ২২ জন পিএইচ. ডি শিক্ষার্থী কে ডিগ্রী প্রদান করা এবং

৫. এছাড়াও গবেষক প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একদল গবেষক তৈরী করা।

৬. প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান অনুসন্ধান অথবা খননের মাধ্যমে বাংলাদেশর প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিক পর্যায় সমূহ নির্ভূলভাবে তুলে ধরা।

১০। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৮১২.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ পর্যমত্ম মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৭-০২-২০১০ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মোট ১২৭৭.৯৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১ **৫** পর্যমত্ম মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের প্রথম সংশোধন করা হয়েছে। অতঃপর মোট ১২৭৭.৯৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যমত্ম মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ২য় সংশোধন করা হয়েছে।

১১। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ হল** মাঠকর্ম, খনন ও জাতিতাত্ত্বিক জরিপ, বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী মানবগোষ্ঠী বসবাসকারী এলাকায় ৫ টি গবেষণা কেন্দ্র, এমফিল ও পিএইচডি স্কলারশীপ, স্থানীয় পরামর্শক ভাতা, বই পুসত্মক ও সাময়িকী প্রকাশনা ও সম্পাদনা ব্যয়, বই পুসত্মক ও সায়িকী ক্রয়, ওর্য়াকশপ/সেমিনার, ১টি জীপ ক্রয়, ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি পিকআপ ভাড়া, জ্বালানী ও মেরামত, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ যন্ত্রপাতি, পদ্ধতিগত জরিপ ও যন্ত্রপাতি, খনন ও জরিপ যন্ত্রপাতি, অফিস সংস্কার, বিবিধ ব্যয়, মনিহারী দ্রব্যাদি, ভাতাদি, পিইসি ও পিআইসি কমিটির ভাতা, অস্থায়ী ৩টি গবেষণা কেন্দ্র সফলতার সাথে সুন্দরভাবে সমুদয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১২। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
অধ্যাপক ড: মোস্তাফিজুর রহমান অধ্যাপক,জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০১-০৭-২০০৯	৩১-১২-২০১৫	পূর্ণকালীন

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ০৬/০৮/২০১৬ এবং ২৪/১২/২০১৬ তারিখে যথাক্রমে বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)**: মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৫। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১৫.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৩১৬.২৯ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৩১৬.২৯ লক্ষ টাকা (৯৮.৪৫%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০ ০৯-২০১০ হতে ২০১ ৫-২০১৬ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
	মোট টাকা	টাকা	মোট
২০০৯-১০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
২০১০-১১	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০
২০১১-১২	২৭৪.৬২	২০০.০০	২০০.০০
২০১২-১৩	২৪৩.৫৮	২০০.০০	২০০.০০
২০১৩-২০১৪	১৫৩.৩০	২৫০.০০	২৫০.০০
২০১৪-২০১৫	১০৬.৪৫	১২৭.৯৫	১২৭.৯৫
২০১৫-২০১৬	৫৮.৯৫	৩৮.৩৪	৩৮.৩৪
মোট	১৩৩৬.৯০	১৩১৬.২৯	১৩১৬.২৯ (৯৮.৪৫%)

১৬.০। **প্রধান প্রধান অংগের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বি শ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী এর আর্থিক অগ্রগতি ১৩১৬.২৯ লক্ষ টাকা (৯৮.৪৫%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে । প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

১৬.১.২ ভাতাদিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভাতাদি খাতে ৯.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৬.১.৩ পিএইচডি স্কলারশীপঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী পিএইচডি স্কলারশীপ বাবদ ১৮৫.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮৫.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৬.১.৪ এম ফিল স্কলারশীপঃ ডিপিপি'র সংস্থান এম ফিল স্কলারশীপ অনুযায়ী ৫৪.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৪.৩০লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব উভয় অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৬.১.৫ ফিল্ড ওয়ার্ক এন্ড ফিল্ড ইনভেস্টিগেশনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ফিল্ড ওয়ার্ক এন্ড ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন বাবদ ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব উভয় অগ্রগতিই ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৬.১.৬ ওয়ার্কশপ/সেমিনারঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাবদ ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৬.১.৭ বই ও প্রকাশনা, সাময়িকী এবং প্রিন্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বই ও প্রকাশনা, সাময়িকী এবং প্রিন্ট বাবদ ৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৬.১.৮ অফিস সংস্কারঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অফিস সংস্কার বাবদ ১২.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৬.১.৯ বই সাময়িকী ক্রয়ঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বই সাময়িকী ক্রয় বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৬.১.১০ স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের জন্য সম্মানীঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের জন্য সম্মানী বাবদ ২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৬.১.১১ তথ্য সংগ্রহ ও পরীক্ষার যন্ত্রপাতিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও পরীক্ষার যন্ত্রপাতি বাবদ ৪৬.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৬.১.১২ ১টি জীপ ক্রয় ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি পিক আপ ভাড়াঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১টি জীপ ক্রয় ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি পিক আপ ভাড়া বাবদ ৫০.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫০.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৬.১.১৩ টেম্পোরারি কন্সট্রাকশন রিনোভেশনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী টেম্পোরারি কন্সট্রাকশন রিনোভেশন বাবদ ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গবেষণা সেন্টার।

১৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
১। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, খনন সংস্কৃতিক কাজের বিষয়ে উন্নতিসাধনের করা;	১। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, খনন সংস্কৃতিক কাজের বিষয়ে উন্নতি সাধনকরা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে;
২। পর্যটন শিল্পের টেকসই উন্নয়ন করা;	২। পর্যটন শিল্পের টেকসই উন্নয়নে প্রকল্পটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে;
৩। বাংলাদেশের বিশেষ সংস্কৃতির জাতিগোষ্ঠির সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যায়নসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;	৩। বাংলাদেশের বিশেষ সংস্কৃতির জাতিগোষ্ঠির সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে;
৪। ১২ জন এম. ফিল শিক্ষার্থী এবং ২২ জন পিএইচ. ডি শিক্ষার্থী কে ডিগ্রী প্রদান করা এবং	৪। ১২ জন এম. ফিল শিক্ষার্থী এবং ২২ জন পিএইচ. ডি শিক্ষার্থী কে ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে মর্মে জানা যায় এবং
৫। এছাড়াও গবেষকরা আমাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একদল গবেষক তৈরী করা;	৫। এছাড়াও গবেষকরা আমাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একদল গবেষক তৈরী করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে;
৬। প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান অনুসন্ধান অথবা খননের মাধ্যমে বাংলাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিক পর্যায় সমূহ নির্ভূলভাবে তুলে ধরা।	৬। প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান অনুসন্ধান অথবা খননের মাধ্যমে বাংলাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিক পর্যায়সমূহ নির্ভূলভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮। **<u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ</u>** প্রযোজ্য নয়।

১৯। **প্রকল্পের প্রভাবঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শি ক্ষার্থীদের উন্নতিসাধনে খনন এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য প্রচার করতে সাহায্য করবে। এছাড়া পর্যটন শিল্পের টেকসই উ ন্নয়নে এবং একদল গবেষক তৈরী হবে যারা প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স ক্ষম হবে। এই প্রকল্পের অত্য ন্ত জরুরী কারণে উচ্চ শিক্ষার মান উন্নত এবং নতুন ধারণা ও চি ন্তার দ্বার উম্মোচন করবে যার মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ অর্জনে গুরু ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও রাষ্টীয় প্রকল্পের ও সংস্থা সমূহের সদস্যদেরকে গবেষণায় সংযুক্ত হ য়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। একদিকে খনন প্রক্রিয়া গুরুত্ব ও প্রাপ্ত প্রত্নস্থানকে কেন্দ্র করে এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতি সংরক্ষণ ও ৯২টি নৃগোষ্টী (বিশেষ সংস্কৃতির মানবগোষ্টীর সংস্কৃতিক) চিহ্নিত কারণ এবং তাদেরকে কেন্দ্র করেই (*Ethnic Tourism*) টেকসই পর্যটন শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রাখবে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রাষ্ট্রের শি ক্ষার গুনগত মান সুনিশ্চিত করণের জন্য এইরূপ গবেষণা প্রকল্প বিশ্ববিদ্যালয়ে র জন্য অপরিহার্য। এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

২০.০। **<u>সমস্যাঃ</u>**

২০.১ প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত গবেষণাকেন্দ্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে যা দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন;

২০.২ প্রকল্পের External অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি মর্মে পিসিআর পরীক্ষান্তে দেখা যায়। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করা প্রয়োজন;

২০.৩ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০৮ মাস পরে (জুলাই, ২০১৬-এ), পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব ঘটা সমীচীন নয়।

২১.০। **সুপারিশঃ**

২১.১ প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত গবেষণাকেন্দ্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে যা দ্রুত মেরামত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২১.২ সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত External Audit সম্পন্নপূর্বক আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে;

২১.৩ প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে;

২১.৪ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

২১.৫ অনুচ্ছেদ ২১.১ হতে ২১.৩ এর সুপারিশসমূহ অনুসরণপূর্বক তা আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

Strengthening of Fisheries Research and Aqua-Garden for Biodiversity Conservation in Jahangirnagar University Campus (Revised) -শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নামঃ "Strengthening of Fisheries Research and Aqua-Garden for Biodiversity Conservation in Jahangirnagar University Campus (Revised)" শীর্ষক প্রকল্প।

২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন/জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৪.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬		
৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫৪৫.৫৩	অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন,২০১৬	অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন,২০১৬	অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন,২০১৬	(-) ৪.৪৭ (০.৮১%)	--

নোট: প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বা স্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১।	ভ্যাতাদি	সংখ্যা	২৩.৫২	১০ জন	২২.০৫ (৯৩.৭৫%)	১০ জন (১০০%)
০২।	হ্যাচারী কেমিক্যালস	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
০৩।	যানবাহন ব্যয়	থোক	২১.৬০	থোক	২০.২৫ (৯৩.৭৫%)	থোক (১০০%)
০৪।	প্লান্ট এন্ড সীড	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)	১০০টি (১০০%)
০৫।	ফ্যাটিলাইজার	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
০৬।	ফিস/ফিস ফ্যাই পিএল	থোক	১২.৬০	থোক	১২.৬০ (১০০%)	থোক (১০০%)
০৭।	ফিস ফিট	থোক	৫.৮৮	থোক	৫.৮৮ (১০০%)	থোক (১০০%)
০৮।	সম্মানী (প্রধান ইনভেসটিগেটর)	থোক	১৬.৮০	থোক	১৫.৭৫	থোক

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
					(৯৩.৭৫%)	(১০০%)
০৯।	সম্মানী (সহযোগীইনভেসটিগেটর)	জন	৯.৬০	১জন	৯.০০ (৯৩.৭৫%)	১জন (১০০%)
১০।	কন্টিনজেন্সী	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১১।	হ্যাচারী ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৫০.০০	১৪৪টি	৫০.০০ (১০০%)	১৪৪টি (১০০%)
১২।	ইনজিয়ারিং যন্ত্রাংশ	লট	১২.০০	লট	১২.০০ (১০০%)	লট (১০০%)
১৩।	ডিপ টিউবয়েল	সংখ্যা	১২.০০	৩টি	১২.০০ (১০০%)	৩টি (১০০%)
১৪।	বিদ্যমান লেক, ডাইক পুনঃখনন	সংখ্যা	৬৫.০০	৩টি	৬৫.০০ (১০০%)	৩টি (১০০%)
১৫।	শেড উইথ আর সিসি বেঞ্চ	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৬।	ফেনসিং ইউথ আরসিসি পিলার	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৭।	লেক বেষ্টিত ফুট পাত	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৮।	কালভার্ট, ঝরনা	সংখ্যা	৫.০০	৩টি	৫.০০ (১০০%)	৩টি (১০০%)
১৯।	হ্যাচারী পন্ডস	সংখ্যা	১৫.০০	৪টি	১৫.০০ (১০০%)	৪টি (১০০%)
২০।	প্রধান হ্যাচারী কপ্লেক্স নির্মাণ	সংখ্যা	১৬৫.০০	১টি	১৬৫.০০ (১০০%)	১টি (১০০%)
২১।	পানি সরবরাহ সিস্টেম, অপারেশন/ড্রেনেজ	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
	সর্বমোট=		৫৫০.০০ (১০০%)	-	৫৪৫.৫৩ (৯৯.১৯%)	(১০০%)

৭.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৮.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১। **পটভূমিঃ** মৎস্য খাত কৃষি খাতের একটি উপ-শাখা। মৎস খাত পুষ্টি, বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন, স্বনির্ভরতা এবং দারিদ্র দূরিকরণ এবং সর্বোপরি ৬% জিডিপি তে অবদান রাখছে। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত জলাশয় রয়েছে যেটা ব্যবহার করে এ খাতকে আরও শক্তিশালী করা যায়।

বাংলাদেশে চাষের মাধ্যমে মৎস খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মাছ প্রাণিজ প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মাছে প্রোটিন, চর্বি ও শ্বেতসার ছাড়াও রয়েছে আয়রন, ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক, দস্তা ইত্যাদি। বর্তমান বাংলাদেশে মাছ খাওয়া হয় ২৫ গ্রাম দৈনিক যেখানে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত ৩৮ গ্রাম প্রতিদিন। তাছাড়া বাংলাদেশে মোট চাহিদা ৭৯৪৫ মে. টন প্রতিদিন কিন্তু উৎপাদন ২২৭৬ মে. টন। কাজেই মাছের পর্যাপ্ত ঘাটতি রয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসরে ৩২৪৩ কোটি টাকার মাছ রপ্তানি করা হয়েছে। কাজেই মাছের উৎপাদন বাড়ানো অতি জরুরী।

সেক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বাবদ্যালয়ে ২০০ একর জলাশয় রয়েছে। এর মধ্যে কিছু লেক প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অধিকাংশ মৎস চাষ ও গবেষণা করা হয়ে থাকে। এখানকার জলাশয়গুলি ব্যবহার করে মৎস্য বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষা দান করে এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়া বাংলাদেশের উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন মৎস পোনা উৎপাদন করা, দেশীয় প্রজাতির মাছের সংরক্ষণ এবং পরিবেশ বান্ধব ইকো সিস্টেম তৈরীতে অবদান রাখা। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের মৎস্য শাখা হতে মৎস্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেয়া হয়।

এখানে একটি মৎস্য হ্যাচারী ও গবেষণা কেন্দ্র এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা উন্নততর গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য "Strengthening of Fisheries Research and Aqua-Garden for Biodiversity Conservation in Jahangirnagar University Campus (Revised)" শীর্ষক প্রকল্পটি অক্টেবর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. কাঙিখত প্রজাতির জেনেটিক সম্পদ অক্ষুন্ন রাখা
২. দেশীয় প্রজাতির মাছের সংরক্ষণ
৩. অদিকতর উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতি প্রণয়ন করা
৪. দূষণমূক্ত ব্রুড ফিস উৎপাদন করা
৫. উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন পোনা উৎপাদন করা
৬. ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা
৭. জলাশয় কেন্দ্রিক এ্যাকুয়া গার্ডেন তৈরী করা
৮. মৎস্য বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা

৮.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৫৫০.০০ লক্ষ (জিওবি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬, মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত হয় এবং ৫৪৫.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি (৯৯.১৯%)। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% হয়েছে। অব্যয়িত ৪.৪৭ লক্ষ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৮.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম**

- হ্যাচারী কমপ্লেক্স নির্মাণ (১টি, ৩ তলা ভিতে ২ তলা)
- পুকুর/লেক সংস্কার
- হ্যাচারী যন্ত্রপাতি (১৪৪টি)
- প্রকৌশল যন্ত্রপাতি
- ফুটপাত নির্মাণ
- কালভার্ট/ ফাউন্টেন (৩টি)
- হ্যাচারী খনন (৪টি)
- গভীর নলকূপ ও পাম্প স্থাপন (৩টি)
- ওয়াটার সার্কুলেশন সিস্টেম
- আরসিসি শেড
- আরসিসি ফেন্সিং
- ভাতাদি

- মূখ্য ও সহযোগী ইনভেস্টিগেটরের সম্মানী
- যাতায়াত ব্যয়
- গাছের চারা ও বীজ
- সার, মাছের পোনা, মাছের খাদ্য ও অন্যান্য ব্যয়।

৮.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
অধ্যাপক ড: মোঃ আব্দুস সালাম অধ্যাপক প্রাণি বিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।	০১-০৭-২০১২	৩০-০৬-২০১৬	পূর্ণকালীন

৮.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ০৩/১১/২০১৬ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)**: মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৯.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১ ৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৫৪৫.৫৩ লক্ষ টাকা (৯৯.১৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১২-১৩ হতে ২০১-২০১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
	মোট			মোট
২০১২-২০১৩	৯৮.২৮	৯৮.২৮	৯৮.২৮	৫০.০০
২০১৩-২০১৪	১৪৮.২৮	১৪৮.২৮	১৪৮.২৮	১৫০.০০
২০১৪-২০১৫	১৫১.৭২	১৫১.৭২	১৫১.৭২	২০০.০০
২০১৫-২০১৬	১৫১.৭২	১৫১.৭২	১৫১.৭২	১৪৫.৫৩
মোট	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫৪৫.৫৩ (৯৯.১৯%)

৯.২। **প্রধান প্রধান অঙ্গের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বি শ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী এর আর্থিক অগ্রগতি ৫৪৫.৫৩ লক্ষ টাকা (৯৯.১৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৯.২.১ ভ্যাতাদিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভ্যাতাদি খাতে ২৩.৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২২.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.৭৫% এবং বাস্তবে ১০ জন এর বিপরীতে ১০ জনকেয় ভ্যাতাদি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.২ সম্মানী (প্রধান ইনভেষ্টিগেটর): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সম্মানী (প্রধান ইনভেসটিগেটর) খাতে ১৬.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৩ সম্মানী (সহযোগী ইনভেষ্টিগেটর): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সম্মানী (সহযোগী ইনভেসটিগেটর) খাতে ৯.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ১ জন এর বিপরীতে ১ জনকেয় ভ্যাতাদি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৪ হ্যাচারী ইকুইপমেন্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী হ্যাচারী ইকুইপমেন্ট খাতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ১৪৪টি হ্যাচারী ইকুইপমেন্ট এর বিপরীতে ১৪৪টি হ্যাচারী ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৫ ইনজিয়ারিং যন্ত্রাংশঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ইনজিয়ারিং যন্ত্রাংশ খাতে ১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৬ ডিপ টিউবয়েলঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডিপ টিউবয়েল খাতে ১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং এবং বাস্তবে ৩টি ডিপ টিউবয়েল এর বিপরীতে ৩টি ডিপ টিউবয়েল স্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৭ বিদ্যমান লেক, ডাইক পুনঃখননঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বিদ্যমান লেক, ডাইক পুনঃখনন খাতে ৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ৩টি বিদ্যমান লেক, ডাইক পুনঃখনন এর বিপরীতে ৩টি বিদ্যমান লেক, ডাইক পুনঃখনন করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৮ ফেনসিং ইউথ আর সিসি পিলারঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ফেনসিং ইউথ আর সিসি পিলার খাতে ১৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৯ লেক বেষ্টিত ফুট পাতঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী লেক বেষ্টিত ফুট পাত খাতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

চিত্র: নির্মিত লেক বেষ্টিত ফুট পাত।

৯.২.১০ কালভার্ট, ঝরনাঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কালভার্ট, ঝরনা খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ৩টি কালভার্ট, ঝরনা এর বিপরীতে ৩টি কালভার্ট, ঝরনা তৈরী করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.১১ হ্যাচারী পন্ডসঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী হ্যাচারী পন্ডস খাতে ১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ৪টি হ্যাচারী পন্ডস এর বিপরীতে ৪টি হ্যাচারী পন্ডস তৈরী করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

চিত্র: হ্যাচারী পন্ডস।

৯.২.১২ প্রধান হ্যাচারী কমপ্লেক্স নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রধান হ্যাচারী কমপ্লেক্স নির্মাণ খাতে ১৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৬৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ৩ তলা ভিতে ২ তলা ১টি প্রধান হ্যাচারী কমপ্লেক্স নির্মাণ এর বিপরীতে ১টি প্রধান হ্যাচারী কপ্লেক্সই নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

চিত্র: নির্মিত প্রধান হ্যাচারী কমপ্লেক্স।

৯.২.১৩ পানি সরবরাহ সিস্টেম, অপারেশন/ড্রেনেজঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী পানি সরবরাহ সিস্টেম, অপারেশন/ড্রেনেজ খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

চিত্র: নির্মিত পানি সরবরাহ সিস্টেম, অপারেশন/ড্রেনেজ।

চিত্র: নির্মিত পানি সরবরাহ সিস্টেম, অপারেশন/ড্রেনেজ।

১০.০| **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
১। কাঙ্খিত প্রজাতির জেনেটিক সম্পদ অক্ষুন্ন রাখা	১। কাঙ্খিত প্রজাতির জেনেটিক সম্পদ অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে বিশেষভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে;
২। দেশীয় প্রজাতির মাছের সংরক্ষণ	২। দেশীয় প্রজাতির মাছের সংরক্ষণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে;
৩। অদিকতর উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতি প্রণয়ন করা	৩। অধিকতর উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে;
৪। দূষণমূক্ত ব্রুড ফিস উৎপাদন করা	৪। দূষণমূক্ত ব্রুড ফিস উৎপাদন করা হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়;
৫। উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন পোনা উৎপাদন করা	৫। উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন পোনা উৎপাদন করা হয়েছে এবং হচ্ছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে;
৬। ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা	৬। ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে;
৭। জলাশয় কেন্দ্রিক এ্যাকুয়া গার্ডেন তৈরী করা	৭। জলাশয় কেন্দ্রিক এ্যাকুয়া গার্ডেন তৈরী করা হয়েছে;
৮। মৎস্য বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা	৮। মৎস্য বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে;

১১.০| **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে|

১২.০| **প্রকল্পের প্রভাবঃ**

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থীরা গবেষণা ও হাতে কলমে শিক্ষার কাজে সরাসরি সুবিধা পাচ্ছে। প্রকল্পটি ক্রমবর্ধমান চাহিদা জনসাধারনের মৌলিক জ্ঞান, গবেষণা, উন্নয়নসহ পাবলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুবিধা প্রদান করবে। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সর্বোপরি, বিশ্বজুড়ে মৌলিক এবং উদ্ভাবনী গবেষণা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাক্টিক্যাল, গবেষণা, সেইসাথে মৎস্য উৎপাদনের উপর উন্নত জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। মৎস্য বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান প্রান্তিক মৎস্য চাষিদের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকরা জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা পাচ্ছে। আত্মকর্মসংস্থানের বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও সমানভাবে মৎস্য শিক্ষায় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সণাতক ও স্না তকোত্তর ছাত্রীরা সমান সংখ্যক সুযোগ পচ্ছে। প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ডিগ্রীধারী ছাত্রীরা দেশের আর্থ-সামাজির কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এই প্রকল্পের ছাত্র-ছাত্রীরা ডিগ্রী অর্জনের পরে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করতে এবং আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করে জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সমাজের উপর কোন প্রকার পরিবেশের দূষণের সৃষ্টি হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ছাত্র এবং শিক্ষকদের গবেষণা জোরদার করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করবে। মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার মধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৩.০। **সমস্যাঃ**

১৩.১ প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত প্রধান হ্যাচারী কপ্লেক্স ভবনের (৩ তলা ভিতের ২ তলা নির্মিত) ছাদের উপরের রড খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে যা, মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ভবনটি ৩য় তলার কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান;

১৩.২ প্রকল্পের External অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি মর্মে পিসিআর পরীক্ষান্তে দেখা যায়। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করা প্রয়োজন;

১৩.৩ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০৮ মাস পরে (জুলাই, ২০১৬-এ), পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব ঘটা সমীচীন নয়।

১৪.০। সুপারিশঃ

১৪.১ প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত প্রধান হ্যাচারী কপ্লেক্স ভবনের (৩ তলা ভিতের ২ তলা নির্মিত) ছাদের উপরের রড খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে যা, মরিচা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপাততঃ ডামি ঢালায় সম্পন্ন করে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজস্ব বাজেটের আওতায় ভবনটির ৩য় তলার কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৪.২ সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত External Audit সম্পন্ন করতে হবে।

১৪.৩ প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

১৪.৪ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৪.৫ ১৪.১ হতে ১৪.৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমই বিভাগকে জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন
-শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০। প্রকল্পের নাম : "বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪.০। প্রকল্পের অবস্থান : "বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	হ্রাসকৃত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (মেয়াদ বৃদ্ধি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩২০.০০ --	২৩২০.০০ --	২৩২০.০০	জুলাই,২০১২ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই,২০১২ হতে জুন, ২০১৬	জুলাই,২০১২ হতে জুন, ২০১৬	--	২ বছর (১০০%)

৬.০। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে)</u>:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১.	যানবাহন ক্রয় (একটি বাস ও একটি মাইক্রোবাস)	সংখ্যা	৮০.০০	২টি	৮০.০০ (১০০%)	২টি (১০০%)
২.	নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ	বঃমিঃ	১৫২৯.৫৯	৬৯১৭ বঃমিঃ	১৫২৯.৫৯ (১০০%)	৬৯১৭ বঃমিঃ (১০০%)
৩.	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	বঃমিঃ	৫৫২.১৩	৩৩৬০ বঃমিঃ	৫৫২.১৩ (১০০%)	৩৩৬০ বঃমিঃ (১০০%)
৪.	আভ্যন্তরিণ আর.সি.সি.রোড	বঃমিঃ	৬.৩৬	৩০০ বঃমিঃ	৬.৩৬ (১০০%)	৩০০ বঃমিঃ (১০০%)
৫.	আভ্যন্তরীন সারফেস ড্রেন	বঃমিঃ	৬.৪০	২০০ বঃমিঃ	৬.৪০ (১০০%)	২০০ বঃমিঃ (১০০%)
৬.	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	সংখ্যা	২৬.৩৩	৪৫০ বঃমিঃ	২৬.৩৩ (১০০%)	৪৫০ বঃমিঃ (১০০%)
৭.	আসবাবপত্র ক্রয়	লট	১১৪.১৯	লট	১১৪.১৯	লট (১০০%)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৮.	জেনারেল কন্টিজেন্সি	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
৯.	প্রাইস কন্টিজেন্সি	--	--	--	--	--
১০.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি।	--	--	--	--	--
			২৩২০.০০		২৩২০.০০	

৭.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৮.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৯.১। **পটভূমিঃ** বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ উপমহাদেশের কৃষি শিক্ষার অতি প্রাচীনতম একটি বিদ্যাপাঠ। ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষ হতে এটি যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬২৯১ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৪০৮১ জন এবং ছাত্রী ২২১০ জন। এটি একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ছাত্রীদের জন্য ৩টি আবাসিক হলে মোট ১১৭২ জন ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা আছে। বিপুল সংখ্যক ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা নেই। তাই ছাত্রীদের এখানে অধ্যয়ন করতে দারুণ অনুবিধা সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ কারণে বিশেষ করে ছাত্রীদের জন্য একটি আবাসিক হলের সংস্থান রেখে "বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পটি মোট ২৪৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

১) ৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত ৪৮০ আসনের একটি নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ;

২) বিদ্যামান শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হলের ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারণ;

৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন; এবং

৪) যানবাহন ক্রয়;

৯.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি **২৩২০.০০** লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৪/০৬/২০১২ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ম দফায় জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত এবং ২য় দফায় ১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন,২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৯.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- ৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত ৪৮০ আসনের একটি নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ;
- বিদ্যামান শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হলের ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারণ;
- ২টি যনবাহন ক্রয়;
- আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ;
- ড্রেন ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ;
- আসবাবপত্র ক্রয়; এবং
- প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইত্যাদি।

৯.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	প্রফেসর ড. মোঃ সামস উদ্দিন পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	০১-০১-২০০৯	২৬-১২-২০১২	খন্ডকালীন
২।	ড. মোঃ রবিউল ইসলাম পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	২৭-১২-২০১২	১০-০৪-২০১৩	খন্ডকালীন
৩।	প্রফেসর মোঃ আব্দুর রশিদ পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	১০-০৪-২০১৩	০৩-০৬-২০১৫	খন্ডকালীন
৪।	প্রফেসর ড. সংকর কুমার রাহা পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	০৪-০৬-২০১৫	৩০-০৬-২০১৬	খন্ডকালীন

৯.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি 'র উপ-পরিচালক জনাব মশিউর রহমান কর্তৃক ২৫/০৫/২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সা থে আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** : মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১০.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৩২০.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১ ৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২৩২০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১২-২০১৩	১০০.০০	১০০.০০	--	৪.৩১%	১০০.০০	১০০.০০	--	৪.৩১%
২০১৩-২০১৪	৫২৫.০০	৫২৫.০০	--	২২.৬৩%	৫২৫.০০	৫২৫.০০	--	২২.৬৩%
২০১৪-২০১৫	৮০০.০০	৮০০.০০	--	৩৪.৪৮%	৮০০.০০	৮০০.০০	--	৩৪.৪৮%
২০১৫-২০১৬	৮৯৫.০০	৮৯৫.০০		৩৮.৫৮%	৮৯৫.০০	৮৯৫.০০		৩৮.৫৮%
মোট	**২৩২০.০০**	**২৩২০.০০**	--	১০০%	**২৩২০.০০**	**২৩২০.০০**	--	১০০%

১০.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

১০.২.১ যানবাহন ক্রয় (একটি বাস ও একটি মাইক্রোবাস) : ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী যানবাহন ক্রয় (একটি বাস ও একটি মাইক্রোবাস) খাতে ৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ২টি যানবাহন ক্রয় (একটি বাস ও একটি মাইক্রোবাস) এর বিপরীতে ২টি যানবাহন ক্রয় (একটি বাস ও একটি মাইক্রোবাস) ক্রয় করা হয়েছে।

১০.২.২ নতুন ছাত্রী হল নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ খাতে ১৫২৯.৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫২৯.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ ৬৯১৭ বঃমিঃ এর বিপরীতে ৬৯১৭ বঃমিঃ নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত নতুন ছাত্রী হল।

১০.২.৩ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ খাতে ৫৫২.১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৫২.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ৩৩৬০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ৩৩৬০ বঃমিঃ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

চিত্র: সম্প্রসারিত শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল।

১০.২.৪ আভ্যন্তরিণ আর.সি.সি.রোডঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আভ্যন্তরিণ আর.সি.সি.রোড খাতে ৬.৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে আভ্যন্তরিণ আর.সি.সি.রোড ৩০০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ৩০০ বঃমিঃ আভ্যন্তরিণ আর.সি.সি.রোড নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.২.৫ আভ্যন্তরীন সারফেস ড্রেনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আভ্যন্তরীন সারফেস ড্রেন খাতে ৬.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে আভ্যন্তরীন সারফেস ড্রেন ২০০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ২০০ বঃমিঃ আভ্যন্তরীন সারফেস ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.২.৬ সীমানা প্রাচীর নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খাতে ২৬.৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৬.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ৪৫০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ৪৫০ বঃমিঃ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.২.৭ আসবাবপত্র ক্রয়ঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র ক্রয় খাতে ১১৪.১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৪.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে ।

১০.২.৮ জেনারেল কন্টিজেন্সিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী জেনারেল কন্টিজেন্সি খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে ।

১১.০ ক্রয় কার্যক্রমঃ প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম ওটিএম পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়।

১২.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১) ৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত ৪৮০ আসনের একটি নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ;	১) ৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা পর্যন্ত ৪৮০ আসনের একটি নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে;
২) বিদ্যামান শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হলের ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারণ;	২) বিদ্যামান শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হলের ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন; এবং	৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন করা হয়েছে; এবং
৪) যানবাহন ক্রয়;	৪) যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে;

১৩.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ</u> প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

- বিদ্যামান শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হলের ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারণ;
- ২টি যনবাহন ক্রয়;
- আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ;
- ড্রেন ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ;
- আসবাবপত্র ক্রয়; এবং
- প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইত্যাদি।

১৪.০। <u>প্রকল্পের প্রভাব</u> ঃ আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত যেমন- ৪৮০ আসনের একটি নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ,বিদ্যামান ছাত্রী হলের ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারণ, যনবাহন ক্রয়, আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, আসবাবপত্রের সংস্থানের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশগত ও গুণগত মান উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ফলে দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সহজ হবে যা দেশের দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১৫.০। <u>সমস্যাঃ</u>

১৫.১। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় অংগ ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় পিসিআর-এ একই দেখানো হয়েছে;

১৫.২। প্রকল্পের External অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি মর্মে পিসিআর পরীক্ষান্তে দেখা যায়। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করা প্রয়োজন;

১৫.৩। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন, ২০১৬ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ১১ মাস পরে (মে, ২০১৭-এ)। এর ফলে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন বিলম্বিত হয় এবং আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংক্রান্ত সংকলন পুস্তিকা প্রণয়নও বিলম্বিত হয়, যা কাম্য নয়;

১৫.৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের Capacity যথেষ্ট নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৬.০। সুপারিশঃ

১৬.১। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় অংগ ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় একই দেখানো হয়েছে যা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে;

১৬.২। সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত External Audit সম্পন্নপূর্বক আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে;

১৬.৩। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার উদ্দ্যেশ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিক্ষার মান সময়োপযোগী ও আধুনিক করতে ব্যবস্থা নিতে হবে;

১৬.৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের তীব্র আবাসিক সংকট মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন;

১৬.৫। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রনয়নপূর্বক তা আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৬.৬। অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১ ৬.৫ এর সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
-শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নাম : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) -শীর্ষক প্রকল্প।

২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন/ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : গোল্লামারী, খুলনা।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	বর্ধিত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (মেয়াদ বৃদ্ধি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮০১০.০০ --	৮৬৪৬.৮৮ --	৮২৮৪.২৪	জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৪	জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৬	জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৬	৩৬২.৬৪ (৩.৪২%)	২ বছর (৫০%)

৬.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১।	ভূমি উন্নয়ন	ঘ:মি:	৮৭.৫১	৩৫০০৫ ঘ:মি:	৮৫.৭০ (৯৮%)	৩৫০০৫ ঘ:মি: (১০০%)
০২।	তৃতীয় একাডেমিক ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ	ব: মি:	১৯৩৫.২২	১০৪৪৬ ব: মি:	১৯৩১.২২ (%৯৯)	১০৪৪৬ ব: মি: (১০০%)
০৩।	কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ	ব: মি:	১০২৪.০০	৩৮৪৪ ব: মি:	৯৫০.০০ (৯৩%)	৩৮৪৪ ব: মি: (১০০%)
০৪।	ছাত্রী হলের (অপরাজিতা হল) তৃতীয় ও চতুর্থ তলা সম্প্রসারণ	ব: মি:	৬০৩.৮০	৪০০০ ব: মি:	৫০৯.০৯ (৮৪%)	৪০০০ ব: মি: (১০০%)
০৫।	ছাত্র হলের (খান বাহাদূর আহসানউল্লা হল) চতুর্থ তলা সম্প্রসারণ	ব: মি:	২০২.৩৮	১২০০ ব: মি:	১৮২.৬২ (৯০%)	১২০০ ব: মি: (১০০%)
০৬।	চারতলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্র হল নির্মাণ, (ছয়তলা ফাউন্ডেশনের ৪০০ জন ছাত্রের জন্য)	ব: মি:	১৭০০.০০	৭৫০০ ব: মি:	১৬৯১.৭৪ (৯৯.৫১%)	৫৯০৮ ব: মি: (৭৮.৭৭%)
০৭।	চারতলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ, (ছয়তলা ফাউন্ডেশনের ৪০০ জন ছাত্রীর জন্য)	ব: মি:	১৭০০.০০	৭৫০০ ব: মি:	১৬৯২.২১ (৯৯.৫৪%)	৭৫০০ ব: মি: (১০০%)
০৮।	অতিথি ভবন কাম-ক্লাব নির্মাণ	ব: মি:	২৯৫.০০	১০০০ ব: মি:	২৮১.৭১ (৯৫.৫০%)	১০০০ ব: মি: (১০০%)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
০৯।	কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ	ব: মি:	২১৪.০০	৬০০ ব: মি:	২০৯.৮২ (৯৮.০৫%)	৬০০ ব: মি: (১০০%)
১০।	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ (আংশিক)	ব: মি:	১০.০০	থোক	৯.৯৯ (৯৯.৯০%)	থোক (১০০%)
১১।	ফিটনেস সেন্টার নির্মাণ	ব: মি:	১১৪.০০	২০০ ব: মি:	১১৩.৯১ (৯৯.৯২%)	২০০ ব: মি: (১০০%)
১২।	গভীর নলকূপ স্থাপন	বঃমিঃ	৫২.০০	০১টি	৪৮.৬০ (৯৩.৪৬%)	০১টি (১০০%)
১৩।	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	বঃমিঃ	১১২.০০	১৭৪১ ব: মি:	১০২.২৯ (৯১.৩৩%)	১৭৪১ ব: মি: (১০০%)
১৪।	ড্রেনেজ নির্মাণ	বঃমিঃ	৬০.০০	থোক	৪৩.২১ (৭২%)	থোক (১০০%)
১৫।	খেলার মাঠ সম্প্রসারণ	বঃমিঃ	৩৪.৯৭	১৩৯৮৬ ব: মি:	৩৩.৮৫ (৯৭%)	১৩৯৮৬ ব:মি: (১০০%)
১৬।	বিদ্যুৎ লাইন সরবরাহ	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৪.১৯ (৯৯.২০%)	থোক (১০০%)
১৭।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৪৭.০০	৬৩০৬ টি	২৭৩.১১ (৭৮.৭১%)	২৭৯৭ (৪৪.৩৫%)
১৮।	যানবাহন (মাইক্রোবাস)	সংখ্যা	৪০.০০	০১টি	৩৭.৮৬ (৯৪.৬৫%)	০১টি
১৯।	কনটিনজেন্সি	থোক	৭০.০০	থোক	৪২.৪৭ (৬০.৬৭%)	থোক
	সর্বমোট=		৮৬৪৬.৮৮		৮২৮৪.২৪৪৩১ (৯৫.৮১%)	

৭.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৮.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১। **পটভূমিঃ** খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯০-৯১ সেশনে ৪টি ডিসিপ্লিনে ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এর একাডেমিক যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ১৮টি ডিসিপ্লিনে ৪৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এর অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা তেমন উন্নয়ন ঘটেনি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কিছু ডিসিপ্লিন খোলা হয়েছে, যেমন Computer Science and Engineering, Urban and Rural Planning, Architecture, Fisheries and Marine Research Technology, Forestry and Wood Technology, Biotechnology and Genetic Engineering ইত্যাদি। এ সকল ডিসিপ্লিনের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবকাঠামোগত সুবিধাদি পর্যাপ্ত নয়। পাঠদানের প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আলোচ্য প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পেরণ করে। প্রকল্পটি বিবেচনার্থে ১৮/১১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয় ৯২.৬০ কোটি টাকা হতে হ্রাস করে ৮০.১০ কোটি টাকায় যৌক্তিক ব্যয় নিধারণ করা হয়। পরবর্তীতে গত ১৬/০২/২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির ব্যয় ৭.৯৫% বর্ধিত করে মোট ৮৬৪৬.৮৮ লক্ষ টাকায় নির্ধারণপূর্বক এর ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়েছে।

৮.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ; এবং

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কতিপয় এলাকায় Earth Filling এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন।

৮.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আওতায় "খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন " প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে ৮০১০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৪.০৫.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক স ভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২ বারে ১ বছর করে মোট ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত করা হয়েছে।

৮.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপঃ

(১) ভূমি উন্নয়ন

(২) বিদ্যমান ছাত্রী হলের ৩য় ও ৪র্থ তলা

(৩) ছাত্র হলের ৪র্থ তলা

(৪) একাডেমিক ভবন

(৫) কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবন এবং জিমনেসিয়াম এর সম্প্রসারণ

(৬) চার তলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্র হল

(৭) চার তলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্রী হল

(৮) অতিথি ভবন-কাম-ক্লাব নির্মাণ

(৯) আন্তঃসড়ক ও ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ

(১০) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এবং

(১১) আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি।

৮.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবি	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	অধ্যাপক ড: মোঃ সাইফুদ্দিন সাহা উপাচার্য।	০৪-০৫-২০১০	১৫-১০-২০১২	খন্ডকালীন
২।	অধ্যাপক ড: মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, উপাচার্য ।	১৫-১০-২০১২	৩০-০৬-২০১৬	খন্ডকালীন

৮.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ২৬-০৫-২০১৭ তারিখ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodolog)**: মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodolog) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

৯.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৮৬৪৬.৮৮ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৮২৮৪.২৪ লক্ষ টাকা (৯৫.৮১%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১০-২০১১ হতে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১০-২০১১	৩০০.০০	৩০০.০০	-	৩.৪৭	৩০০.০০	৩০০.০০	-	৩.৬২
২০১১-২০১২	১০০০.০০	১০০০.০০	-	১১.৫৬	১০০০.০০	১০০০.০০	-	১২.০৭
২০১২-২০১৩	১২৭০.০০	১২৭০.০০	-	১৪.৬৯	১২৭০.০০	১২৭০.০০	-	১৫.৩৩
২০১৩-২০১৪	৯৩৭.০০	৯৩৭.০০	-	১০.৮৩	৯৩৭.০০	৯৩৭.০০	-	১১.৩১
২০১৪-২০১৫	২৪০০.০০	২৪০০.০০	-	২৭.৭৬	২৪০০.০০	২৪০০.০০	-	২৮.৯৭
২০১৫-২০১৬	২৭৩৯.৮৮	২৭৩৯.৮৮	-	৩১.৬৯	২৩৭৭.২৪	২৩৭৭.২৪	-	২৮.৭০
মোট	**৮৬৪৬.৮৮**	**৮৬৪৬.৮৮**	**-**	**১০০%**	**৮২৮৪.২৪**	**৮২৮৪.২৪**	**-**	**১০০%**

১০.০। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী এর আর্থিক অগ্রগতি ৮২৮৪.২৪ লক্ষ টাকা (৯৫.৮১%) এবং বাস্তব অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

১০.১ ভূমি উন্নয়নঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন খাতে ৮৭.৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ভূমি উন্নয়নে ৩৫০০৫ ঘঃমিঃ এর বিপরীতে ৩৫০০৫ ঘঃমিঃ ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে।

১০.২ তৃতীয় একাডেমিক ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী তৃতীয় একাডেমিক ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ খাতে ১৯৩৫.২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৯৩১.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে তৃতীয় একাডেমিক ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ ১০৪৪৬ বঃমিঃ এর বিপরীতে ১০৪৪৬ বঃমিঃ একাডেমিক ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.৩ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ খাতে ১০২৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৩% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ ৩৮৪৪ বঃমিঃ এর বিপরীতে ৩৮৪৪ বঃমিঃ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবন।

১০.৪ ছাত্রী হলের (অপরাজিতা হল) তৃতীয় ও চতুর্থ তলা সম্প্রসারণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ছাত্রী হলের (অপরাজিতা হল) তৃতীয় ও চতুর্থ তলা সম্প্রসারণ খাতে ৬০৩.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫০৯.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮৪% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ছাত্রী হলের (অপরাজিতা হল) তৃতীয় ও চতুর্থ তলা সম্প্রসারণ ৪০০০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ৪০০০ বঃমিঃ ছাত্রী হলের (অপরাজিতা হল) তৃতীয় ও চতুর্থ তলা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত ছাত্রী হল।

১০.৫ ছাত্র হলের (খান বাহাদূর আহসানউল্লা হল) চতুর্থ তলা সম্প্রসারণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ছাত্র হলের (খান বাহাদূর আহসানউল্লা হল) চতুর্থ তলা সম্প্রসারণ খাতে ২০২.৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮২.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ছাত্র হলের (খান বাহাদূর আহসানউল্লা হল) চতুর্থ তলা সম্প্রসারণ ১২০০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ১২০০ বঃমিঃ সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১০.৬ চারতলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্র হল নির্মাণ, (ছয়তলা ফাউন্ডেশনের ৪০০ জন ছাত্রের জন্য) : ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী চারতলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্র হল নির্মাণ খাতে ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৬৯১.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫১% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে চারতলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্র হল নির্মাণ ৭৫০০.০০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ৭৫০০ বঃমিঃ নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.৭ চারতলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ, (ছয়তলা ফাউন্ডেশনের ৪০০ জন ছাত্রীর জন্য) : ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী চারতলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ খাতে ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৬৯২.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫৪% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে চারতলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ ৭৫০০.০০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ৭৫০০ বঃমিঃ নির্মাণ করা হয়েছে। এ অংগের আওতায় শুধু দক্ষিন ব্লকের ৫ম তলার ছাদ ও পানির ট্যাংকি ডিপিপি 'র সংস্থানের অতিরিক্ত হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়।

চিত্র: নির্মিত চারতলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্রী হল।

১০.৮ অতিথি ভবন কাম-ক্লাব নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অতিথি ভবন কাম-ক্লাব নির্মাণ খাতে ২৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৮১.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৫০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে অতিথি ভবন কাম-ক্লাব নির্মাণ ১০০০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ১০০০ বঃমিঃ অতিথি ভবন কাম-ক্লাব নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত অতিথি ভবন কাম-ক্লাব।

১০.৯ কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ খাতে ২১৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০৯.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.০৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ ১০০০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ১০০০ বঃমিঃ কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.১০ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ (আংশিক) : ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ (আংশিক) খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ (আংশিক) ১০০০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ১০০০ বঃমিঃ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ (আংশিক) করা হয়েছে।

১০.১১ ফিটনেস সেন্টার নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ফিটনেস সেন্টার নির্মাণ (আংশিক) খাতে ১১৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৩.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯২% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ফিটনেস সেন্টার নির্মাণ ২০০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ২০০ বঃমিঃ ফিটনেস সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত ফিটনেস সেন্টার।

১০.১২ গভীর নলকূপ স্থাপনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী গভীর নলকূপ স্থাপন খাতে ৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৮.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.৪৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ১টি গভীর নলকূপ এর বিপরীতে ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

১০.১৩ অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ খাতে ১১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০২.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৩৩% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ১৭৪১ বঃমিঃ অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ বিপরীতে ১৭৪১ বঃমিঃ অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.১৪ ড্রেনেজ নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ড্রেনেজ নির্মাণ খাতে ৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৩.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৭২% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ড্রেনেজ নির্মাণ এর বিপরীতে ড্রেনেজ নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.১৫ খেলার মাঠ সম্প্রসারণঃ ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী খেলার মাঠ সম্প্রসারণ খাতে ৩৪.৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৩.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং এবং বাস্তবে ১৩৯৮৬ বঃমিঃ খেলার মাঠ সম্প্রসারণ এর বিপরীতে ১৩৯৮৬ বঃমিঃ খেলার মাঠ সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১০.১৬ বিদ্যুৎ লাইন সরবরাহঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বিদ্যুৎ লাইন সরবরাহ খাতে ৪৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৪.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.২০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে বিদ্যুৎ লাইন সরবরাহ এর বিপরীতে বিদ্যুৎ লাইন সরবরাহ করা হয়েছে।

১০.১৭ আসবাবপত্রঃ ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র খাতে ৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৭৩.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৭৮.৭১% ও বাস্তব অগ্রগতি ৪৪.৩৫% সম্পন্ন হয়েছে এবং এবং বাস্তবে ৬৩০৬টি আসবাবপত্র এর বিপরীতে ২৭৯৭টি ক্রয় করা হয়েছে।

১০.১৮ যানবাহন (মাইক্রোবাস) : ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী যানবাহন (মাইক্রোবাস) খাতে ৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৭.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৬৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং এবং বাস্তবে ১টি যানবাহন (মাইক্রোবাস) এর বিপরীতে ১টি যানবাহন (মাইক্রোবাস) ক্রয় করা হয়েছে।

১০.১৯ কনটিনজেন্সিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কনটিনজেন্সি খাতে ৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪২.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৬০.৬৭% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১১.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
(ক) উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ; এবং	(ক) উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।
(খ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কতিপয় এলাকায় Earth Filling এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন।	(খ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কতিপয় এলাকায় Earth Filling এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১২.০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৩.০। প্রকল্পের প্রভাবঃ আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে (ক) উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো সুবিধাদি সৃষ্টি হয়েছে; (খ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কতিপয় এলাকায় ভূমি উন্নয়নের

মাধ্যমে শিক্ষা সহায়ক পরিবে শের উন্নয় ন হয়েছে; গ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে যা শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখবে মর্মে আশা করা যায়।

১৪। সমস্যাঃ

১৪.১ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি ফলস্বরুপ প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধি করতে হয়েছে;

১৪.২ চারতলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ অংগের আওতায় দক্ষিন ব্লকের ৫ম তলার ছাদ ও পানির ট্যাংকি ডিপিপি 'র সংস্থানের অতিরিক্ত হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে; এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়নি এবং ইতোমধ্যে তা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। অনুমোদিত ডিপিপি 'র সংস্থানের অতিরিক্ত নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা মোটেই কাম্য নয়।

১৪.৩ প্রকল্পের আওতায় সার্বিক নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক বলে মনে হলেও স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়না মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৪.৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের আবাসিক সংকট পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৪.৫ প্রকল্পের External অডিট সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর পরীক্ষান্তে দেখা যায়। তবে প্রকল্পের অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি;

১৪.৬ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন,২০১৬ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ১১ মাস পরে (মে,২০১৭-এ), যা কাম্য নয়;

১৫। সুপারিশঃ

১৫.১ প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৫.২ চারতলা বিশিষ্ট নতুন ছাত্রী হল নির্মাণ অংগের আওতায় শুধু দক্ষিণ ব্লকের ৫ম তলার ছাদ ও পানির ট্যাংকি ডিপিপি'র সংস্থানের অতিরিক্ত হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যে নিস্পত্তি করা হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় বর্তমান চলমান প্রকল্পের সাথে দ্বৈততার বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়ে থাকলে তা আইএমইডি'কে দ্রুত অবহিত করতে হবে;

১৫.৩ প্রকল্পের আওতায় দুই তলা ভিত বিশিষ্ট একটি ফিটনেস সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান চলমান প্রকল্পে 'জিমনেসিয়াম নির্মাণ' নামে একটি অংগ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে কোন দ্বৈততা ঘটে থাকলে তা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তি করে আইএমইডি'কে অবহিত করবে;

১৫.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ;

১৫.৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের তীব্র আবাসিক সংকট মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৫.৫ সমাপ্ত প্রকল্পটির অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;

১৫.৬ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৫.৭ প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিক্ষার মান সময়ানুযোগি ও আধুনিক করতে ব্যবস্থা নিতে হবে;

১৫.৮ অনুচ্ছেদ ১ ৫.১ হতে ১ ৫.৭ এর সুপারিশসমূহ অনুসরণে এবং যথার্থ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/সংস্থা অধিকতর আন্তরিক হবে।

পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ চালুকরনের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত ও ল্যাবরেটরী সুবিধাদির সৃষ্টিকরণ -শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০। প্রকল্পের নাম : "পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ চালুকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামো সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প।

২.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

৪.০। প্রকল্পের অবস্থান : বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)।

৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৬০৩.০০	১৫০০০.০০	১৪৯৭৫.০৮	জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১৩	জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১৬	জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১৬	৩৯৭.০০ (২.৭২%)	৩৬ মাস (৭৫%)

৬.০। **পটভূমিঃ**

গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং চালু করণ ও এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামে নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ ; দেশে খনিজ সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ প্রযুক্তিবিদ তৈরী র লক্ষ্যে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ; দেশে চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব লেদার ইঞ্জনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ; দেশে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব টেক্সটাইল ইঞ্জনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকর ণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৪৬০৩.০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জু লাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১ ৬ মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) দেশে গ্লাস ও সিরামিক প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং চালুকরণ ও এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামে নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ;

(খ) দেশে খনিজ সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ প্রযুক্তিবিদ তৈরী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ;

(গ) দেশে চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব লেদার ইঞ্জনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ;

(ঘ) দেশে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব টেক্সটাইল ইঞ্জনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ;

৭.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১।	অফিসারদের বেতন	সংখ্যা	৪.০০	৪ জন	১.৮৭ (৪৭%)	৪ জন (১০০%)
০২।	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	৭.০০	০৩ জন	৪.৯১ (৭০%)	৩ জন (১০০%)
০৩।	পি আই ইউ অফিস ভাড়া	-	-	-	-	-
০৪।	স্টেশানারী	থোক	২৫.৫০	থোক (০.১৭)	২০.৩৫ (৮০%)	থোক (০.১৭) (১০০%)
০৫।	উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক)	থোক	৮৭.৬০	থোক (০.৫৮)	৮৭.৬০ (১০০%)	থোক (০.৫৮) (১০০%)
০৬।	বই ও সাময়িকী	থোক	১৯১.৭৫	থোক (১.২৮)	১৯১.৭৫ (১০০%)	থোক (১.২৮) (১০০%)
০৭।	সেমিনার ও ওয়ার্কশপ	থোক	৫২.০০	থোক (০.৩৫)	৫২.০০ (১০০%)	থোক (০.৩৫) (১০০%)
০৮।	ট্রেনিং এর মেটেরিয়ালস	লট	৪০.৫৭	লট (০.২৭)	৪০.৫৭ (১০০%)	লট (০.২৭) (১০০%)
০৯।	কারিকুলাম ডেভেলোপমেন্ট	বঃমিঃ	৯০.৭৯	০.৬১	৯০.৭৯ (১০০%)	০.৬১ (১০০%)
১০।	কন্টিজেন্সি	থোক	১১৮.০২	০.৭৯	১০৭.৩৮	০.৭৯ (১০০%)
১১।	বৈজ্ঞানিক/ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৮০১২.৩৬	৯৪৩টি	৮০১২.৩৬	৯৪৩টি (১০০%)
১২।	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৩.০০	৮টি	--	--
১৩।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৮৯.৯০	৩৪৭৫টি	১৮৭.৯৯	৩৪৪২ টি
১৪।	একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ	বঃমিঃ	২৭৬৫.৫৫	১৩৭৯৪ বঃমিঃ	২৭৬৫.৫৫ (১০০%)	১৩৭৯৪ বঃমিঃ (১০০%)
১৫।	একাডেমিক ভবন নির্মাণ	বঃমিঃ	১৫১৩.৩৫	৮৩৯৩ বঃমিঃ	১৫১৩.৩৫ (১০০%)	৮৩৯৩ বঃমিঃ (১০০%)
১৬।	ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ	বঃমিঃ	১৫২৪.২৩	৬৩০০ বঃমিঃ	১৫২৪.২৩ (১০০%)	৬৩০০ বঃমিঃ (১০০%)
১৭।	অভ্যন্তরিন রাস্তা সার্ভিস	মিটার	৬৩.৫২	৪৬৭৫ মিটার	৬৩.৫২ (১০০%)	৪৬৭৫ মিটার (১০০%)
১৮।	ইউটিলিটি সার্ভিস	থোক	৩১০.৮৬	২.০৭	৩১০.৮৬	২.০৭

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
					(১০০%)	(১০০%)
	সর্বমোট=		১৫০০০.০০	১০০%	১৪৯৭৫.০৮ (৮২.০৩%)	৯৯.৮৩%

৮.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৯.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৯.১ **অনুমোদন পর্যায়ঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি ১৪৬০৩.০০লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৬-১০-২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২ (দুই) দফায় (১ম দফায় ১ বছর ও ২য় দফায় ২) মোট ৩ (তিন) বছর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৯.২ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

একাডেমিক ভবন নির্মাণ, একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ, গবেষণাগার ও ওয়ার্কশপ নির্মাণ, বিদ্যমান গবেষণাগারের সম্প্রসারণ, আসবাবপত্র, বই ও সাময়িকী, বৈজ্ঞানিক/গবেষণা যন্ত্রপাতি, শিক্ষা উপকরণ এবং স্টেশনারী সংগ্রহ, কারিকুলাম উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ (দেশী ও বিদেশী), সেমিনার ও ওয়ার্কশপ, রাস্তা নির্মাণ, গ্যাস-পানি-টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগ, PIU এর জন্য জনবল নিয়োগ, অফিস ভাড়া ইত্যাদি।

৯.৩ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	মোহাম্মদ ইব্ররাহিম কবির পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)	৩১-০১-২০১২	২৮-০১-২০১৩	খন্ডকালীন
২।	আব্দুর রেজ্জাক পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	২৯-০১-২০১৩	৩০-০৬-২০১৬	খন্ডকালীন

১০.০। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক গত ১৪ -০৩-২০১৭, ১৭-০৩-২০১৭, ১১-০২-২০১৭ ও ০৬/০৫/২০১৭ তারিখে যথাক্রমে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শনে নিম্নলিখিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উল্লেখযোগ্য অংগসমুহ পরিদর্শন করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

১০.১ **চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭১১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন,২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৭১১.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং চালুকর ণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত ডিপার্টমেন্ট অব পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ভবন।

১০.২ **<u>খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ</u>** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন,২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪০৫৬.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব লেদার ইঞ্জনিয়ারিং চালুকর ণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত ডিপার্টমেন্ট অব লেদার ইঞ্জনিয়ারিং ভবনের ফলক।

চিত্র: নির্মিত ডিপার্টমেন্ট অব লেদার ইঞ্জনিয়ারিং ভবন।

১০.৩ **রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬১১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন,২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৬১১.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং চালুকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.৩ **ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১০৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন,২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩১০৩.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব টেক্সটাইল ইঞ্জনিয়ারিং চালুকর ণের জন্য বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের ৫ম তলা ও ৬ষ্ঠ তলা (পশ্চিম অংশ) নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র: সম্প্রসারিত বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের ৫ম তলা ও ৬ষ্ঠ তলা (পশ্চিম অংশ)।

১১.০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি(Methodology)**ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি(Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২.০। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

১২.১ **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূ চির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
		মোট			মোট
২০০৯-২০১০	১০০.০০	১০০.০০		২৫০.০০	২৫০.০০
২০১০-২০১১	৩৫০১.১২	৩৫০১.১২		১৫০০.০০	১৫০০.০০
২০১১-২০১২	৫৪৭২.৩৬	৫৪৭২.৩৬		১৫০০.০০	১৫০০.০০
২০১২-২০১৩	৫৫২৯.৫২	৫৫২৯.৫২		১২২৫.০০	১২২৫.০০
২০১৩-২০১৪	০০	০০		১৫০০.০০	১৫০০.০০
২০১৪-২০১৫	০০	০০		৩৫০০.০০	৩৫০০.০০
২০১৫-২০১৬	০০	০০		৫৫২৫.০০	৫৫২৫.০০
মোট	১৪৬০৩.০০	১৪৬০৩.০০		১৫০০০.০০	১৫০০০.০০

১২.২ অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বি শ্লেষণঃ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল-

১২.২.১ অফিসারদের বেতনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অফিসারদের বেতন খাতে ৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে আর্থিক অগ্রগতি ৪৭% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ৪ জন অফিসারের এর বিপরীতে ৪ জন অফিসারের বেতন প্রদান করা হয়েছে।

১২.২.২ কর্মচারীদের বেতনঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কর্মচা রীদের বেতন খাতে ৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে আর্থিক অগ্রগতি ৭০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ৩ জন কর্মচা রীর এর বিপরীতে ৩ জন কর্মচারী-কে বেতন প্রদান করা হয়েছে।

১২.২.৩ স্টেশানারীঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টেশানারী খাতে ২৫.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২০.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৮০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১২.২.৪ উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক) : ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক) খাতে ৮৭.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১২.২.৫ বই ও সাময়িকীঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বই ও সাময়িকী খাতে ১৯১.৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৯১.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১২.২.৬ সেমিনার ও ওয়ার্কশপঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সেমিনার ও ওয়ার্কশপ খাতে ৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১২..৭ ট্রেনিং এর মেটেরিয়ালসঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ট্রেনিং এর মেটেরিয়ালস খাতে ৪০.৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪০.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১২.২.৮ কারিকুলাম ডেভেলোপমেন্টঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কারিকুলাম ডেভেলোপমেন্ট খাতে ৯০.৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯০.৭৯লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১২..৯ কন্টিজেন্সিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কন্টিজেন্সি খাতে ১১৮.০২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০৭.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১২.২.১০ বৈজ্ঞানিক/ল্যাব যন্ত্রপাতিঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক/ল্যাব যন্ত্রপাতি খাতে ৮০১২.৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮০১২.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১২.২.১১ আসবাবপত্রঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র খাতে ১৮৯.৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮৭.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১২.২.১২ একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ খাতে ২৭৬৫.৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৭৬৫.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে একাডেমিক ভবন ১৩৭৯৪ বঃমিঃ এর বিপরীতে ১৩৭৯৪ বঃমিঃ একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১২.২.১৩ একাডেমিক ভবন নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ খাতে ১৫১৩.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫১৩.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে একাডেমিক ভবন নির্মাণ ৮৩৯৩ বঃমিঃ এর বিপরীতে ৮৩৯৩ বঃমিঃ একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১২.২.১৪ ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ খাতে ১৫২৪.২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫২৪.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ ৬৩০০ বঃমিঃ এর বিপরীতে ৬৩০০ বঃমিঃ ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১২.২.১৫ অভ্যন্তরিন রাস্তা সার্ভিসঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অভ্যন্তরিন রাস্তা সার্ভিস খাতে ৬৩.৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৩.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবে অভ্যন্তরিন রাস্তা সার্ভিস ৪৬৭৫ মিটার এর বিপরীতে ৪৬৭৫ মিটার অভ্যন্তরিন রাস্তা সার্ভিস করা হয়েছে।

১২.২.১৬ ইউটিলিটি সার্ভিসঃ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ইউটিলিটি সার্ভিস খাতে ৩১০.৮৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩১০.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

১৩.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জন
(ক) দেশে গ্লাস ও সিরামিক প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং চালরণ ও এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামে নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ;	(ক) দেশে গ্লাস ও সিরামিক প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং চালরণ ও এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামে নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(খ) দেশে খনিজ সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ প্রযুক্তিবিদ তৈরী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং	(খ) দেশে খনিজ সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ প্রযুক্তিবিদ তৈরী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য

পরিকল্পিত	অর্জন
ইঞ্জিনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ;	প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(গ) দেশে চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব লেদার ইঞ্জনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ;	(গ) দেশে চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব লেদার ইঞ্জনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(ঘ) দেশে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব টেক্সটাইল ইঞ্জনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ।	(ঘ) দেশে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব টেক্সটাইল ইঞ্জনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫.০। **প্রকল্পের প্রভা বঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে (ক) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং চালু করণ ও এ র জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ করা হয়েছে ; খ) চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপার্টমেন্ট অব পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ করা হয়েছে; (গ) দেশে চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিবিদ তৈরী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব লেদার ইঞ্জনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ করা হয়েছে; (ঘ) ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব টেক্সটাইল ইঞ্জনিয়ারিং চালুকরণ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিকরণ করা হয়েছে ; সর্বোপরি, প্রকল্পটি পাচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সুবিধাদি উন্নয়নকল্পে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

১৬। <u>সমস্যাঃ</u>

১৬.১ আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি । ফলে প্রকল্পের মেয়াদ ২ দফায় ৩ বছর বৃদ্ধি করতে হয়েছে;

১৬.২ প্রকল্পের External অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি মর্মে পিসিআর পরীক্ষান্তে দেখা যায়। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করা প্রয়োজন;

১৬.৩ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন,২০১৬ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ০৯ মাস পরে (মার্চ,২০১৭-এ), যা কাম্য নয়;

১৭। <u>সুপারিশঃ</u>

১৭.১ অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি 'র লক্ষ্যমাত্রা/ সংস্থান অনুযায়ী এমটিবিএফ মন্ত্রণালয় হিসেবে সময়মত প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং অর্থবছরের সম্ভাব্য বরাদ্দ প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ/অনুমোদন করতে হবে;

১৭.২ সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত External Audit সম্পন্নপূর্বক আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৩ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৭.৪। অনুচ্ছেদ ১৭.১ হতে ১৭.৩ এর সুপারিশসমূহ অনুসরণে এবং যথার্থ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/সংস্থা অধিকতর আন্তরিক হবে।

ইমপ্রুভমেন্ট অব গ্রেইন লিগুমস্ থ্রু ট্রান্সফরমেশন
-শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০। প্রকল্পের নামঃ "Improvement of Grain Legumes Throuth Transformation " -শীর্ষক প্রকল্প।

২.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন / ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬		
২০৬.১৪	২০৬.১৪	২০৬.১৪	জুলাই,২০০৭ হতে জুন,২০১১	জুলাই,২০০৭ হতে জুন,২০১৫	জুলাই,২০০৭ হতে জুন,২০১৫	--	--

৬.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বা স্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১।	প্রজেক্ট ইনপুট জনবল		৪০.২৩৭	৮	৪০.২৩৭	৮
০২।	প্রজেক্ট ইনপুট ইকুইপমেন্ট		৪৫.১৬৬	৯	৪৫.১৬৬	৯
০৩।	প্রজেক্ট ইনপুট প্রশিক্ষণ		১৪.০৬	৬	১৪.০৬	৬
০৪।	সাপ্লাইস এ্যান্ড মেটেরিয়াল		৪৬.৩১৯	২২.৪৭%	৪৬.৩১৯	২২.৪৭%
০৫।	কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিসেস		৫.৭৭২	২.৮০%	৫.৭৭২	২.৮০%
০৬।	দেশের মধ্যে ভ্রমন		০.১৪৫	০.০৭%	০.১৪৫	০.০৭%
০৭।	ট্রান্সপোর্টেশন জিনসপত্র		০.১৫	০.০৭%	০.১৫	০.০৭%
০৮।	পরোক্ষ ব্যয়		৯.৮৪	৪.৭৭%	৯.৮৪	৪.৭৭%
০৯।	রেনোভিশেন অফ দা স্কিন হাউজ		২.৮০১	১.৩৬%	২.৮০১	১.৩৬%
১০।	স্ট্রেশোনারী এ্যান্ড বিবিধ		৯.৫১	৪.৬১%	৯.৫১	৪.৬১%
১১।	সিডি ভ্যাট		৩২.১৪	১৫.৫৯%	--	--
	সর্বমোট=		২০৬.১৪	১০০%	১৭৪.০০	৮৪.৪১

৭.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৮.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১। **পটভূমিঃ** ডাল বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য ফসল। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক উন্নয়শীল দেশে আমিষ জাতীয় খাদ্যের স্বল্পতা রয়েছে। ডালকে "গরিবেরর মাংশ" বলা হয়। মাংশের ন্যায় ডালে প্রচুর পরিমানে আমিষ থাকে অথচ মাংশে অপেক্ষা ডালের দাম কম। তাছাড়া ডালে বেশ কিছু খনিজ উপাদান এবং বি ভিটামিন পাওয়া যায়। উপরন্ত ডাল ফসল নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে থাকে। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ডালের বিশেষ স্থান রয়েছে। আমরা প্রতিদিন কোন কোন ভাবে ডাল খেতে অভ্যস্থ। ডাল জাতের ফসল বাতাস থেকে নাইট্রোজন সংবদ্ধ করতে পারে। এভাবে ডাল জাতীয় ফসলের ছত্রাক ও বালাই প্রতিরোধক ডালের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে মসুর, ছোলা ও মুগ ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি; বায়োটেকনোলজি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ-প্রতিরোধী জিন ডাল জাতীয় ফসলে প্রতিস্থাপন এবং ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে ছত্রাক ও কীট প্রতিরোধক ডালের জাত উদ্ভাবন; পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ফানজিসাইড ও ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার হ্রাস করা এবং পরিবেশ বান্ধব রোগ প্রতিরোধী ডালের চাষ বৃদ্ধি র লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ২০৬.১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

৯. ছত্রাক ও বালাই প্রতিরোধক ডালের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে মসুর, ছোলা ও মুগ ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি;

১০. বায়োটেকনোলজি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ-প্রতিরোধী জিন ডাল জাতীয় ফসলে প্রতিস্থাপন এবং ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে ছত্রাক ও কীট প্রতিরোধক ডালের জাত উদ্ভাবন;

১১. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ফানজিসাইড ও ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার হ্রাস করা এবং পরিবেশ বান্ধব রোগ প্রতিরোধী ডালের চাষ বৃদ্ধি করা।

৮.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ২০৬.১৪ লক্ষ (জিওবি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২, মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প মেয়াদে তিন বছর বর্ধিত করে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত করা হয়।

৮.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম**

- প্রজেক্ট ইনপুট জনবল;
- প্রজেক্ট ইনপুট ইকুইপমেন্ট;
- প্রজেক্ট ইনপুট প্রশিক্ষণ;
- সাপ্লাইস এ্যান্ড মেটেরিয়াল;
- কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিসেস;
- দেশের মধ্যে ভ্রমন;
- ট্রান্সপোটেশন জিনসপত্র;
- পরোক্ষ ব্যয় ;
- রেনোভিশেন অফ দা স্কিন হাউজ;
- স্ট্রেশোনারী এ্যান্ড বিবিধ;

৮.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্ন-বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
ড: রাখা হরি সরকার অধ্যাপক উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	০১-০৭-২০০৭	৩০/০৬/২০১৫	পূর্ণকালীন

৮.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ২৬/০৩/২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহিত আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)**: মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৯.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২০৬.১৪ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৭৪.০০ লক্ষ টাকা (৮৪.৪১%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
	মোট		মোট
২০০৮-২০০৯	-	-	-
২০০৯-২০১০	৫৭.৩১৩	১৭৪.০০	৫৭.৩১৩
২০১০-২০১১	১৬.৬১৩	-	১৬.৬১৩
২০১১-২০১২	২৬.৭৬৩	-	২৬.৭৬৩
২০১২-২০১৩	৩৭.৬০৫	-	৩৭.৬০৫
২০১৩-২০১৪	২২.২৪৩	-	২২.২৪৩
২০১৪-২০১৫	৪৫.৬০২	-	১৩.৪৬৩
মোট	২০৬.১৪	১৭৪.০০	১৭৪.০০

৯.২। **প্রধান প্রধান অঙ্গের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বি শ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী এর আর্থিক অগ্রগতি ১৭৪.০০ লক্ষ টাকা (৮৪.৪১%) এবং বাস্তব অগ্রগতিও ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৯.২.১ প্রজেক্ট ইনপুট জনবল: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রজেক্ট ইনপুট জনবল খাতে ৪০.২৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪০.২৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.২ প্রজেক্ট ইনপুট ইকুইপমেন্ট: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রজেক্ট ইনপুট ইকুইপমেন্ট খাতে ৪৫.১৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৫.১৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৩ প্রজেক্ট ইনপুট প্রশিক্ষণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রজেক্ট ইনপুট প্রশিক্ষণ খাতে ১৪.০৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৪.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৪ সাপ্লাইস এ্যান্ড মেটেরিয়াল: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সাপ্লাইস এ্যান্ড মেটেরিয়াল খাতে ৪৬.৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৬.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৫ কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিসেস: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিসেস খাতে ৫.৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৬ দেশের মধ্যে ভ্রমন: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী দেশের মধ্যে ভ্রমন খাতে ০.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৭ ট্রান্সপোর্টেশন জিনসপত্র: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ট্রান্সপোর্টেশন জিনসপত্র খাতে ০.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ০.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৮ পরোক্ষ ব্যয়: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী পরোক্ষ ব্যয় খাতে ৯.৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.৯ রেনোভিশেন অফ দা স্কিন হাউজ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী রেনোভিশেন অফ দা স্কিন হাউজ খাতে ২.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৯.২.১০ স্ট্রেশোনারী এ্যান্ড বিবিধ : ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্ট্রেশোনারী এ্যান্ড বিবিধ খাতে ৯.৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১০.০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জন
১. ছত্রাক ও বালাই প্রতিরোধক ডালের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে মসুর, ছোলা ও মুগ ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি;	১. ছত্রাক ও বালাই প্রতিরোধক ডালের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে মসুর, ছোলা ও মুগ ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে;
২. বায়োটেকনোলজি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ-প্রতিরোধী জিন ডাল জাতীয় ফসলে প্রতিস্থাপন এবং ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে ছত্রাক ও কীট প্রতিরোধক ডালের জাত উদ্ভাবন;	২. বায়োটেকনোলজি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ-প্রতিরোধী জিন ডাল জাতীয় ফসলে প্রতিস্থাপন এবং ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে ছত্রাক ও কীট প্রতিরোধক ডালের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে;
৩.পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ফানজিসাইড ও ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার হ্রাস করা এবং পরিবেশ বান্ধব রোগ প্রতিরোধী ডালের চাষ বৃদ্ধি করা।	৩.পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ফানজিসাইড ও ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার হ্রাস করা এবং পরিবেশ বান্ধব রোগ প্রতিরোধী ডালের চাষ বৃদ্ধি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১১.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১২.০। **প্রকল্পের প্রভাবঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ডাল জাতীয় ফসলের ছত্রাক ও বালাই প্রতিরোধক ডালের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে মসুর, ছোলা ও মুগ ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে বায়োটেকনোলজি প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ-প্রতিরোধী জিন ডাল জাতীয় ফসলে প্রতিস্থাপন এবং ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে ছত্রাক ও কীট প্রতিরোধক ডালের জাত উদ্ভাবন; পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ফানজিসাইড ও ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং পরিবেশ বান্ধব রোগ প্রতিরোধী ডালের চাষ বৃদ্ধি করা হয়েছে যা দেশের ডালের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে মর্মে আশা করা যায়।

১৩.০। **সমস্যাঃ**

১৩.১ আলোচ্য প্রকল্পটির আওতায় প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দব্য প্রাপ্তি কষ্টসাধ্য হয়েছে;

১৩.২ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ইকুইপমেন্ট মেরামতের জন্য টেকনিক্যাল সহায়তা প্রাপ্তিতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে;

১৩.৩ প্রকল্পের External অডিট সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর পরীক্ষান্তে দেখা যায়। তবে প্রকল্পের অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে পাওয়া যায়নি;

১৩.৩ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন, ২০১৫ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ১ বছর ০৮ মাস পরে (ফেবুয়ারি, ২০১৭-এ), পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব ঘটা সমীচীন নয়।

১৪.০। **সুপারিশঃ**

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ইকুইপমেন্ট মেরামতের জন্য টেকনিক্যাল সহায়তা প্রাপ্তিতে মন্ত্রণালয় হতে একটি কেন্দ্রিয় টেকনিক্যাল সহায়না পুল গঠন করা যেতে পারে যা ভবিষ্যতে যেকোন প্রকল্পের ইকুইপমেন্ট মেরামত সম্পর্কিত কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে;

১৪.২ সমাপ্ত প্রকল্পটির অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;

১৪.৩ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৪.৪ ১৪.১ হতে ১৪.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমই বিভাগকে জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করতে হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধি
-শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০। প্রকল্পের নাম : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদি বৃদ্ধি -শীর্ষক প্রকল্প।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : মধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪.০। প্রকল্পের অবস্থান : সাভার, ঢাকা।

৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	হ্রাসকৃত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (মেয়াদ বৃদ্ধি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৯২৭.০০	৭৯২৭.০০	৭৯২৭.০০	জানুয়ারী,২০১২ হতে জুন,২০১৬	--	জানুয়ারী,২০১২ হতে জুন,২০১৬	--	--

৬.০। **<u>প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে)</u>:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
ক্র: নং	**পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ**					
১.	কন্টিনজেন্সি	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক
২.	গ্যাস লাইন বর্ধিতকরণ	রা: মি:	৪০.০০	২৮১১ রা: মি:	৪০.০০	২৮১১ রা: মি:
৩.	অফিস স্টেশনারীজ	সংখ্যা	৮.০০	৩১ টি	৮.০০	৩১ টি
৪.	বই এবং জার্নাল	সংখ্যা	৫০.০০	থোক	৫০.০০	থোক
৫.	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৮.০০	১১ টি	৮.০০	১১টি
৬.	আসবাবপত্র	সংখ্যা	২৮০.০০	৬৭০৬ টি	২৮০.০০	৬৭০৬ টি
৭.	ট্রান্সফর্মার স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ	সংখ্যা	৩০.০০	৪৫৮ রা: মি:	৩০.০০	৪৫৮ রা: মি:
৮.	গভীর নলকুপ স্থাপন এবং পানির লাইন সম্প্রসারণ	সংখ্যা	৬০.২০	১০০০ রা: মি:	৬০.২০	১০০০ রা: মি:
৯.	প্রশাসনিক ভবন সম্প্রসারণ	ব: মি:	৯০০.০০	৬৯১০ ব: মি:	৯০০.০০	৬৯১০ ব: মি:
১০.	ছাত্রী হল নির্মাণ	ব: মি:	১২৮৮.৬০	৭৫১২ ব: মি:	১২৮৮.৬০	৭৫১২ ব: মি:
১১.	প্রভোস্ট এর বাংলো নির্মাণ	ব: মি:	৪৮.৪৩	২৮০ ব: মি:	৪৮.৪৩	২৮০ ব: মি:
১২.	হাউস টিউটরস কোয়ার্টার নির্মাণ	ব: মি:	১৫৬.২০	৯২৯.৩৬ ব: মি:	১৫৬.২০	৯২৯.৩৬ ব: মি:
১৩.	৫২৫ বেডের ছাত্র হল নির্মাণ	ব: মি:	১২৮৮.৬০	৭৫১২ ব: মি:	১২৮৮.৬০	৭৫১২ ব: মি:
১৪.	শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বাস ভবন নির্মাণ	ব: মি:	১৮৩.৯০	১১১৫.২০ ব: মি:	১৮৩.৯০	১১১৫.২০ ব: মি:
১৫.	৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণ	ব: মি:	৯৮.৫৩	৫৯৪.৭২ ব: মি:	৯৮.৫৩	৫৯৪.৭২ ব: মি:
১৬.	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণ	ব: মি:	৬২.১০	৩৭১.৭৫ ব: মি:	৬২.১০	৩৭১.৭৫ ব: মি:
১৭.	মেডিক্যাল সেন্টার ভবন নির্মাণ	ব: মি:	১০০.০০	৪৫০ ব: মি:	১০০.০০	৪৫০ ব: মি:

ক্রমিক নং	অনুমোদিত মূল পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থান		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১৮.	ড: ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র সম্প্রসারণ	ব: মি:	৫০০.০০	২৭৪৬ ব: মি:	৫০০.০০	২৭৪৬ ব: মি:
১৯.	রসায়ন ভবন সম্প্রসারণ	ব: মি:	১১৮.৪৩	৯০০ ব: মি:	১১৮.৪৩	৯০০ ব: মি:
২০.	সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন নির্মাণ	ব: মি:	৩০০.০০	২১২৫ ব: মি:	৩০০.০০	২১২৫ ব: মি:
২১.	কলা ও মানবিক ভবন সম্প্রসারণ	ব: মি:	৮৭২.২১	৬৭০০ ব: মি:	৮৭২.২১	৬৭০০ ব: মি:
২২.	জিওলজিক্যাল বিজ্ঞান ও কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ভবন সম্প্রাসারণ	ব: মি:	৯৭৩.০০	৭৩০০ ব: মি:	৯৭৩.০০	৭৩০০ ব: মি:
২৩.	বায়োলজিক্যাল বিজ্ঞান অনুষদ ভবন সম্প্রসারণ	ব: মি:	৫০৭.৮০	২৩৫০ ব: মি:	৫০৭.৮০	২৩৫০ ব: মি:
২৪.	রোড নির্মাণ	ব: মি:	৫০.০০	৩৩৯৫ ব: মি:	৫০.০০	৩৩৯৫ ব: মি:
	মোট		**৭৯২৭.০০**	১০০%	**৭৯২৭.০০**	১০০%

৭.০। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ</u> প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা গেছে।

৮.০। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৭.১। **<u>পটভূমিঃ</u>** জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০ সালে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এখানে ৫ টি অনুষদের আওতায় ৩২ টি বিভাগে প্রায় ১১,৪৪০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ টি আবাসিক হল (৭ টি ছাত্র হল ও ৫ টি ছাত্রী হল) রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তার সংখ্যা ৭৯৫ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১৩৩৭ জন। এখানে ৬৭৫৭ জন শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা বর্তমানে বিদ্যমান আছে যা মোট শিক্ষার্থীর ৫৯ ভাগ। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আবাসনের ব্যবস্থা আছে মোট সংখ্যার মাত্র ৩৪ ভাগ এবং কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা আছে শতকরা ১৬ ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পুর্ণভাবেই একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে একাডেমিক ভবন ও হল সংখ্যা বৃদ্ধি না করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তাই ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভর্তির লক্ষ্যে ৭৯.২৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে।

৯.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>**

১) গবেষণা ও উন্নয়নমূলক সংস্থার গবেষনা কাজে সহায়তার জন্য ড: ওয়াজেদ মিয়া গবেষণা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ;
২) আন্তর্জাতিক কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং পারস্পরিক গবেষণামূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা;
৩) দেশ-বিদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরী/আইসিটির ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের চাহিদা মেটানো;
৪) শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি করার জন্য নতুন হল স্থাপন ও একাডেমিক ভবনের সম্প্রসারণ;
৫) আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি করা;
৬) নতুন মিলেনিয়ামের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চ শিক্ষা এবং সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে উন্নয়ন করা, ইত্যাদি।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি মোট **৭৯২৭.০০** লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন,২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৪-০১-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৭.৪। **<u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u>**

- ৫২৫ আসনের একটি ছাত্রী হল;
- ৫২৫ আসনের একটি ছাত্র হল;
- প্রভোস্ট বাংলো;
- শিক্ষক ও কর্মকর্তা কোয়ার্টার;
- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার;
- ড: ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র;
- প্রশাসনিক ভবন;
- রসায়ন ভবনের সম্প্রসারণ;
- মেডিক্যাল সেন্টার ভবন;
- সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের সম্প্রসারণ;
- কলা ও মানবিকী অনুষদ ভবনের সম্প্রসারণ;
- জিওলজিক্যাল ও কম্পিউটার সায়েন্স ভবনের সম্প্রসারণ;
- জীব বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের সম্প্রসারণ।

৭.৫। **<u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ</u>** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন।	২৪/০১/২০১২	৩০-০৯-২০১৫	পূর্ণকালীন
২।	ইঞ্জিনিয়ার জনাব মো: নাসির উদ্দীন পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন।	০৫-১০-২০১৫	৩০-০৬-২০১৬	পূর্ণকালীন

৭.৬। **<u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি 'র উপ-পরিচালক জনাব মশিউর রহমান কর্তৃক ২৪/০৫/২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সা থে আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.৭। **<u>মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)</u>**: মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮.০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭৯২৭.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন,২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৭৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রঃ সাঃ	বাস্তব (%)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব (%)
২০১১-১২	৩০০.০০	৩০০.০০	--	৩.৭৮%	৩০০.০০	৩০০.০০	--	৩.৭৮%
২০১২-১৩	৬০০.০০	৬০০.০০	--	৭.৫৭%	৬০০.০০	৬০০.০০	--	৭.৫৭%
২০১৩-১৪	১২৫০.০০	১২৫০.০০	--	১৫.৭৭%	১২৫০.০০	১২৫০.০০	--	১৫.৭৭%
২০১৪-১৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০	--	৩৭.৮৫%	৩০০০.০০	৩০০০.০০	--	৩৭.৮৫%
২০১৫-১৬	২৭৭৭.০০	২৭৭৭.০০	--	৩৫.০৩%	২৭৭৭.০০	২৭৭৭.০০	--	৩৫.০৩%
মোট	**৭৯২৭.০০**	**৭৯২৭.০০**	--	**১০০%**	**৭৯২৭.০০**	**৭৯২৭.০০**	--	**১০০%**

৮.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বি শ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১ প্রশাসনিক ভবন সম্প্রসারণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রশাসনিক ভবন সম্প্রসারণ বাবদ ৯০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৬৯১০ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ৬৯১০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.২ ছাত্রী হল নির্মাণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ছাত্রী হল নির্মাণ বাবদ ১২৮৮.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৮৮.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৭৫১২ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ৭৫১২ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত ছাত্রী হল।

৮.২.৩ প্রভোস্ট এর বাংলো নির্মাণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রভোস্ট এর বাংলো নির্মাণ বাবদ ৪৮.৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৮.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ২৮০ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ২৮০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৪ হাউস টিউটরস কোয়ার্টার নির্মাণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী হাউস টিউটরস কোয়ার্টার নির্মাণ বাবদ ১৫৬.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৫৬.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৯২৯.৩৬ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ৯২৯.৩৬ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত হাউস টিউটরস কোয়ার্টার।

৮.২.৫ ৫২৫ বেডের ছাত্র হল নির্মাণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৫২৫ বেডের ছাত্র হল নির্মাণ বাবদ ১২৮৮.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৮৮.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৭৫১২ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ৭৫১২ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত ৫২৫ বেডের ছাত্র হল।

৮.২.৬ শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বাস ভবন নির্মাণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বাস ভবন নির্মাণ বাবদ ১৮৩.৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮৩.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ১১১৫.২০ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ১১১৫.২০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বাস ভবন।

৮.২.৭ ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণ: ডিপিপি'র সংস্থান ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণ বাবদ ৯৮.৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৮.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৫৯৪.৭২ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ৫৯৪.৭২ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৮ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণ বাবদ ৬২.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬২.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৩৭১.৭৫ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ৩৭১.৭৫ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.৯ মেডিক্যাল সেন্টার ভবন নির্মাণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী মেডিক্যাল সেন্টার ভবন নির্মাণ বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৪৫০ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ৪৫০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১০ ড: ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র সম্প্রসারণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ড: ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র সম্প্রসারণ বাবদ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ২৭৪৬ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ২৭৪৬ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: সম্প্রসারিত ড: ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ।

৮.২.১১ রসায়ন ভবন সম্প্রসারণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী রসায়ন ভবন সম্প্রসারণ বাবদ ১১৮.৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৮.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৯০০ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ৯০০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১২ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন নির্মাণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন নির্মাণ বাবদ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ২১২৫ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ২১২৫ বর্গ মিটার ই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১৩ কলা ও মানবিক ভবন সম্প্রসারণ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কলা ও মানবিক ভবন সম্প্রসারণ বাবদ ৮৭২.২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৭২.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তবে ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৬৭০০ বর্গ মিটার এর বিপরীতে ৬৭০০ বর্গ মিটারই নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র: সম্প্রসারিত কলা ও মানবিক ভবন।

৯.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
গবেষণা ও উন্নয়নমূলক সংস্থার গবেষনা কাজে সহায়তার জন্য ড: ওয়াজেদ মিয়া গবেষণা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ;	গবেষণা ও উন্নয়নমূলক সংস্থার গবেষনা কাজে সহায়তার জন্য ড: ওয়াজেদ মিয়া গবেষণা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে;
আন্তর্জাতিক কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং পারস্পরিক গবেষণামূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা ;	আন্তর্জাতিক কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং পারস্পরিক গবেষণামূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে;
দেশ-বিদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরী/আইসিটির ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের চাহিদা মেটানো ;	দেশ-বিদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরী/আইসিটির ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের চাহিদা মেটানো হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে;
শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি করার জন্য নতুন হল স্থাপন ও একাডেমিক ভবনের সম্প্রসারণ ;	শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি করার জন্য নতুন হল স্থাপন ও একাডেমিক ভবনের সম্প্রসারণ করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে;
আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি করা ;	আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে;
নতুন মিলেনিয়ামের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চ শিক্ষা এবং সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে উন্নয়ন করা, ইত্যাদি।	নতুন মিলেনিয়ামের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চ শিক্ষা এবং সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে উন্নয়ন করা, ইত্যাদি করা হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১১। **প্রকল্পের প্রভাব** ঃ আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত যেমন- ৫২৫ আসনের একটি ছাত্রী হল নির্মাণ, ছাত্র হল নির্মাণ, শিক্ষক ও কর্মকর্তা কোয়ার্টার নির্মাণ, গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ, বিদ্যামান বিভিন্ন অনুষদ ভবনের সম্প্রসারণ, আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, আসবাবপত্রের সংস্থা নের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশগত ও গুণগত মান উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ফলে দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সহজ হবে যা দেশের দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যায়।

১২। সমস্যাঃ

১২.১। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি মর্মে জানা যায়;

১২.২ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কতিপয় অংগের বাস্তব কাজ প্রকল্প সমাপ্তির পরেও সম্পন্ন করতে পরিদর্শকালে লক্ষণীয় ছিল যা কাম্য নয়;

১২.৩। প্রকল্পের External অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি মর্মে পিসিআর পরীক্ষান্তে দেখা যায়। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্পন্ন করা প্রয়োজন;

১২.৪। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন, ২০১৬ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আইএমইডিতে ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের কথা থাকলেও আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায় প্রায় ১১ মাস পরে (মে, ২০১৭-এ)। এর ফলে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন বিলম্বিত হয় এবং আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংক্রান্ত সংকলন পুস্তিকা প্রণয়নও বিলম্বিত হয়, যা কাম্য নয়;

১২.৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের Capacity যথেষ্ট নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৩। সুপারিশঃ

১৩.১। প্রকল্পের অনুকূলে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান ও অর্থ ছাড়ের বিষয়ে ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৩.২ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কতিপয় অংগের বাস্তব কাজ প্রকল্প সমাপ্তির পরেও সম্পন্ন করতে পরিদর্শকালে লক্ষণীয় ছিল। ভবিষ্যতে এ ধরণর সংস্কৃতি পরিহারে মন্ত্রণালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় নিদের্শনা প্রদান করবে;

১৩.৩। সমাপ্ত প্রকল্পটির দ্রুত External Audit সম্পন্নপূর্বক আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে;

১৩.৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান অবকাঠামোতে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের তীব্র আবাসিক সংকট মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন;

১৩.৫। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রনয়নপূর্বক তা আইএমইডিতে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে;

১৩.৬। অনুচ্ছেদ ১ ৩.১ হতে ১৩.৫ এর সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন -শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০। প্রকল্পের নাম: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন -শীর্ষক প্রকল্প।

২.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

৪.০। প্রকল্পের অবস্থান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোঃ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় , পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় , চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় , নোয়াখালী পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় , জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় ও পিআইইউ।

৫.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬		
৪৪৪০০.০০	৪৫৩৫৭.০০	৪৫১৯৩.৯৩	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১২	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১৬	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন,২০১৬	৯৫৭.০০ (২.১৬%)	৪৮ মাস (১১৪.২৯%)

৬.০। **পটভূমি:** উচ্চ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষাখাতের উন্নয়নপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা সরকারের সর্বোচ্চ প্রাধিকারভূক্ত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। এ লক্ষ্যে সরকার নতুন নতুন টেকনিক্যাল ও সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করে উচ্চ শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো তৈরী করে একাডেমিক ও আবাসিক ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নতকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

(ক) শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা;

(খ) ছাত্র ও ছাত্রীদের আবাসন সুবিধা প্রদান করা;

(গ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সুবিধা প্রদান করা; এবং

(ঘ) শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের লাইব্রেরী সুবিধা প্রদান করা।

৭.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) :**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
০১.	অফিসারদের বেতন	সংখ্যা	৯.০০	৪ জন	২.৫২	২ জন
০২.	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	১৫.০০	৪ জন	৭.০০	৪ জন
৩.	গ্যাস লাইন (মাওলানা ভাসানী)	থোক	৬১.৪৬	থোক	৬১.৪৬	১০০%
০৪.	জ্বালানী, লুব্রিকেন্টস	থোক	৪৩.০০	থোক	৩৩.৯৪	৭৮.৯৩%
০৫.	প্রিন্টিং	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	১০০%
০৬.	স্টেশনারী	থোক	৪৪.৫০	থোক	৩৯.২৪	৮৮.১৮%
০৭.	উচ্চতর গবেষণা	থোক	৯৪.৭০	থোক	৯৪.৭০	১০০%
০৮.	বই ও জার্নাল	থোক	৩৩৮.২৫	থোক	৩৩৪.৯৭	৯৯.০৩%
০৯.	খেলাধুলা সরঞ্জাম	থোক	১০.০০	থোক	৪.৮৭	৪৮.৭০%
১০.	উচ্চতর প্রশিক্ষণ	থোক	৪৩৩.০০	থোক	৪০৩.০০	৯৩.০৭%
১১.	অপারেটিং কষ্ট	থোক	১০০.৩৯	থোক	৯০.৫১	৯০.১৬%
১২.	কনসালটেন্সি	থোক	২২৪.৭০	থোক	২২১.০৪	৯৮.৩৭%
১৩.	যানবাহন	সংখ্যা	৫৬৭.০৭	১২টি	৫৬৬.৯৯	৯৯.৯৮%
১৪.	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	থোক	৩৯২.৪০	থোক	৩৮৩.৬৩	৯৭.৭৬%
১৫.	প্রকৌশল যন্ত্রপাতি (কুয়েট)	থোক	৩৫.০০	থোক	৩৫.০০	১০০%
১৬.	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	৩৪৮.০০	থোক	৩৪৩.৫৬	৯৮.৭২%
১৭.	আসবাবপত্র	থোক	১৫২৫.০৪	থোক	১৫২৩.৮৩	৯৯.৯২%
১৮.	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ (পিএবিএক্স)	থোক	৮১.১০	থোক	৭৮.৩১	৯৬.৫৬%
১৯.	লিফট	সংখ্যা	১০৩.০০	২টি	১০৩.০০	১০০%
২০.	জমি অধিগ্রহণ	একর	২৫২১.৫৩	৩১.৩১ একর	২৫২১.৫৩	১০০%
২১.	ভূমি উন্নয়ন	কি:মি:	২৯৪.৪২	১৯২৯৭ কি:মি:	২৯৩.১৯	৯৯.৫৮%
২২.	অফিস ভবন	ব:মি:	১৬৪০.৩৮	১৩৬৫৫ ব:মি:	১৬৩১.৮৮	৯৯.৪৮%
২৩.	আবাসিক ভবন	ব:মি:	১৮৬৫৬.৬৯	৯৮৬৫৮ ব:মি:	১৮৬৩১.৭৯	৯৯.৮৭%
২৪.	একাডেমিক ভবন	ব:মি:	১০২৯৫.৫৯	৫৮১৮৫ ব:মি:	১০২৯৫.৫৯	১০০%
২৫.	অন্যান্য ভবন	ব:মি:	৬৬১৫.৫৪	৩০৭৩৮ ব:মি:	৬৫৯৬.৯৩	৯৯.৭২%
২৬.	অভ্যন্তরিন রাস্তা	ব:মি:	১৭১.৬৩	১১২৩৬ ব:মি:	১৬৬.৬৩	৯৭.০৯%
২৭.	ড্রেনেজ সিস্টেম	ব:মি:	৭৬.৬৫	১৫৫ ব:মি:	৭৬.৬৫	১০০%

ক্রমিক নং	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
২৮.	পানি সরবরাহ	থোক	৩৭৬.৯৬	থোক	৩৭৬.৭১	৯৯.৯৩%
২৯.	বৈদ্যুতিক কাজ (৩টি বিশ্ববিদ্যালয়)	থোক	২৪২.০০	থোক	২৪২.০০	১০০%
৩০.	অন্যান্য	ব:মি:	২০.০০	৮০৩ ব:মি:	১৩.৪৬	৬৭.৩০ %
	সর্বমোট	**১০০%**	**৪৫৩৫৭.০০**	**১০০%**	**৪৫১৯৩.৯৩ (৯৯.৬৪%)**	**৯৯.৬৪%**

৮.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে প্রাপ্ত পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে, এর মধ্যে **মোট** ০৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে যে, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদনে অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসরণ করা হয়নি। অনুমোদিত পরিমান ও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম কাজ করা হয়েছে। যেমন: অনুমোদিত আরডিপিপিতে তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কর্মকর্তাদের জন্য ৪টি ৫ তলা ভবন নির্মাণের বিষয় উল্লেখ থাকলেও ২টি ভবন সম্পূর্ণরুপে সম্পন্ন করা হয়েছে; ১টি ভবন ৫ তলার পরিবর্তে ৪ তলা করা হয়েছে। ০১টি ভবন ৫ তলার পরিবর্তে ১ তলা করা হয়েছে। অপরদিকে একাডেমিক ভবনের ২য় তলা থেকে ১০তলা পর্যন্ত সম্পাদনের বিষয়ে আরডিপিপিতে উল্লেখ থাকলেও তা ২য় তলা থেকে ৭ম তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনাকালে উপ-প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সংশোধিত ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় সম্পূর্ণ কাজ করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ- প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজটি কেবলমাত্র ৩ তলা পর্যন্ত ফ্রেম স্ট্রাকচার সম্পন্ন করা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ দেয়াল, ও ফিনিসিং কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। বর্তমানে উক্ত স্ট্রাকাচারের উপরে অন্য প্রকল্পের আওতায় আরো ৩ তলা নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, ভাটিকাল এক্সটেনশনের সিদ্ধান্ত থাকায় শুধুমাত্র ফ্রেম স্ট্রাকচার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত কাজটি অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুসারে পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন না করেই প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। একইভাবে, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-প্রকল্পের আওতায় একটি ৩ তলা ছাত্র হোস্টেল নির্মানের সংস্থান থাকলেও উক্ত ভবনের ২য় তলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ এবং ৩য় তলার অর্ধেক সম্পন্ন করা হয়েছে, অর্থাৎ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়নি।

৯.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৯.১ **অনুমোদন পর্যায়:** আলোচ্য প্রকল্পটি ৪৪৪০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৩.০১-২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি মোট ৪৫৩৫৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মন্ত্রণালয় হতে ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রকল্পটির মেয়াদ ০৩ (তিন) দফায় মোট ০৪ (চার) (১বছর+২বছর+১বছর) বছর অর্থাৎ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৯.২ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ; বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ; মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ; চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ; রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ; খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ; ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ; নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ; জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ; এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো তৈরী করে একাডেমিক ও আবাসিক ব্যবস্থা উন্নয়ন করা।

৯.৩ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	এস.এম. ওয়াজেদ আলী প্রকল্প পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	০১-০৭-২০০৯	৩০-০৯-২০১৪	**অতিরিক্ত দায়িত্ব**
২।	নূর মোহাম্মদ মোল্লা উপ-পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	০১-১০-২০১৪	৩০-১২-২০১৪	**অতিরিক্ত দায়িত্ব**
৩।	দেওয়ান গোলাম সারোয়ার উপ-পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	০১-০১-২০১৫	৩০-০৬-২০১৬	**অতিরিক্ত দায়িত্ব**

১০.০। **প্রকল্প পরিদর্শন:** প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক গত ১৬-০৯-২০১৭, ১৭-০৯-২০১৭, ১৮-০৯-২০১৭, ২১-০৯-২০১৭, ২৩-০৯-২০১৭ এবং ২৪-০৯-২০১৭ তারিখে যথাক্রমে " চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়", "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (হাটহাজারী) ", "চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়" , " জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ", "ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়" এবং "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় " সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শনে নিম্নলিখিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উল্লেখযোগ্য অংগসমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরুপ:

১০.১ **চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়:** চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প এলাকা গত ১৬-০৯-২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩.৪১ কোটি টাকা। উপ-প্রকল্পটি ১ বার সংশোধনের পাশাপাশি ১বার আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়েছে। উপ-প্রকল্পের আওতায় ৬৬.৭২ লক্ষ টাকার বই ও জার্নাল, ১২৭.৯২ লক্ষ টাকার যানবাহন (১টি মিনিবাস ও ১টি বাস), ২৪৭.৩৯ লক্ষ টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ২৯.৪১ লক্ষ টাকার অফিস যন্ত্রপাতি, ২১১.৫৫ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া, ৬৬৯.৩১ লক্ষ টাকায় হাটহাজারী উপজেলা ও কক্সবাজার জেলায় ১৫.২০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-ক্যাম্পাস কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজের মধ্যে প্রশাসনিক ভবনের ২০০০ বঃ মিঃ উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ, ২২৭২ বঃ মিঃ ছাত্র হোস্টেল নির্মাণ (৩য় তলা), ৬০০ বঃ মিঃ ভাইস চ্যান্সেলর বাংলো নির্মাণ (১ম তলা), ১৩৫৮ বঃমিঃ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কোয়াটার নির্মাণ (৫ তলা), ৯০০ বঃ মিঃ স্টাফ ডরমেটরী নির্মাণ (২ তলা পর্যন্ত), ৪০০০ বঃ মিঃ প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (৫ তলা), ৮০৩ বঃ মিঃ ভেটেরিনারী হাসপাতালের Horizontal এক্সপানশন (৩য় তলা), অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ ও আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্পের আওতায় ৩৫০ কেভি ১টি ট্যান্সফারমার ও ১টি জেলারেটর ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজের ডিজাইন প্রনয়ণ ও কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য পরামার্শক খাতে ৪১.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন/২০১৬ এ সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী সরকারের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পরিবহন পুলে স্থানান্তরের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রকল্প চলাকালীন ও বাস্তবায়নোত্তর কোন পর্যায়েই কোন প্রকার অডিট করা হয়নি। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আইএমইডি, মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি কর্তৃক একাধিকবার পরিদর্শনের বিষয়ে পিসিআর এ উল্লেখ্য করা হলেও এসব পরিদর্শনোত্তর প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আইএমইডিকে অবহিত করা হয়নি। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্ট্রার ও বন্টনের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে কোন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হয়নি বলে পিসিআর-এ উল্লেখ করা হলেও (ক্রমিক-৫) প্রকল্পটি ১ বার সংশোধন ও ১ বার

আন্ত:খাত সমন্বয় করার বিষয়টি পরস্পরবিরোধী বলে প্রতিয়মান হয়। প্রকল্পের আওতায় ভৌত কার্যক্রম বিচ্ছিন্নভাবে সম্পদনের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে অর্থাৎ কোন ভবনের ১/২ টি ফ্লোর উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ, আবার কোন ভবনের আংশিক horizontal সম্প্রসারণ, এতে করে কাজের গুণগত মান পরিমাপ করা তথা প্রকল্প মনিটরিং বাধাগ্রস্থ হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন ভবনের ১/২ টি ফ্লোরের উপর বর্তমানে অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় ১/২ বা একাধিক ফ্লোর নির্মাণ করা হয়েছে। এতে করে কাজের নির্মাণগত বিচ্যুতির যেমন সম্ভাবনা রয়েছে ঠিক তেমনি প্রকল্প মনিটরিং এর ক্ষেত্রেও বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়।

চিত্রঃ১-নির্মিত ছাত্র হোস্টেল।

চিত্রঃ২-নির্মিত ছাত্রী হোস্টেল।

১০.২ **চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়:** প্রকল্পের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উপ প্রকল্প এলাকা গত ১৭/০৯/২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূর আহম্মদ ও প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবু সাঈদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জনাব প্রফেসর ড. মোঃ ইফতেখার উদ্দিন চোধুরী'র সাথে প্রকল্পের সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপ-প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২০.৩৫ কোটি টাকা (১ম সংশোধিত) আরডিপিপি অনুযায়ী, এর মধ্যে সম্পূর্ণ টাকাই ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তবায়নের হার ১০০%। উপপ্রকল্পের আওতায় পরামর্শক খাতে ২০.০০ লক্ষ টাকা, জিমন্যাসিয়ামের যন্ত্রপাতি খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা, আসবাবপত্র খাতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা, একাডেমিক ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ট তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৭২৩৯ ব:মি:) খাতে ১০২৩.০০ লক্ষ টাকা, জিমন্যাসিয়াম নির্মাণ খাতে (২৯৭৫ ব:মি: ২ তলা) ৮৯৫.০০ লক্ষ টাকা, আরসিসি ওয়াটার ট্যাংক (২টি) খাতে ৭.০০ লক্ষ টাকা, ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী খাতে ৩.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রাইজ কন্টিনজেন্সী খাতে ৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উপপ্রকল্পের ভৌত কাজ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় PPR-2008 এর আলোকে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত external Audit সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্ট্রার ও বিভিন্ন দপ্তরে বন্টনের তালিকা পাওয়া যায়নি। জিমন্যাসিয়ামের জন্য ক্রয়কৃত বেশকিছু যন্ত্রপাতি এখনও প্যাকেট আকারে রাখা আছে, অর্থাৎ ব্যবহার করা হচ্ছে না মর্মে দেখা গেছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প পরিচালকের উপর আর্থিক ক্ষমতা অর্পন না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন এবং ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বারান্বিত করাসহ প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে সরকারের নির্ধারিত পরিপত্র ও নাতিমালা অনুসরণ করা বাঞ্চনীয়।

চিত্রঃ৩-নির্মিত জিমন্যাসিয়াম ভবন।

চিত্রঃ৪-একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্পসারণ।

১০.৩ **চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়:** চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত উপপ্রকল্পের কার্যক্রম গত ১৮/০৯/২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্বিবিদ্যালয় উপপ্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০.২৪ কোটি টাকা, এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৪০.২৪ কোটি টাকা অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতির হার ১০০%। প্রকল্পের আওতায় উচ্চতর গবেষণা খাতে ৯.৭০ লক্ষ টাকা, বই ও জার্নাল খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতে ৯.০০ লক্ষ টাকা, পরিচালনা ব্যয় ৯.৩০ লক্ষ টাকা, অফিস যন্ত্রপাতি খাতে ৩৯.৯৬ লক্ষ টাকা, যানবাহন খাতে ৬৮.১৮ লক্ষ টাকা, আসবাবপত্র খাতে ২১.৭৪ লক্ষ টাকা, ভূমি উন্নয়ন খাতে ৯.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া, ভৌত কাজের আওতায় প্রশাসনিক ভবন (১টি ৩ তলা) খাতে ৫২৪.৯৬ লক্ষ টাকা, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন (২টি ৫ তলা ভবন, ২৯৮৩ ব:মি:) খাতে ৬৭১.৭৪ লক্ষ টাকা, তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন (৪টি ৫ তলা ভবন, ৩৮৮৫ ব:মি:) খাতে ৮১৭.৫০ লক্ষ টাকা, একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (২য় তলা থেকে ১০ম তলা, ৮৫৫৪ ব:মি:) খাতে ১১৫০.০০ লক্ষ টাকা, লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৩ তলা, ২২২৯ ব:মি:) খাতে ৫২৫.০০ লক্ষ টাকা, আভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ (১২০০ ব:মি:) খাতে ১৮.৩৫ লক্ষ টাকা, ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ খাতে ১৩.৬৫ লক্ষ টাকা, ডিপ টিউবওয়েল ও ওয়াটার ট্রিপাটমেন্ট খাতে ১০৪.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শন কালে প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক জনাব ড. প্রফেসর সুদীপ কুমার পাল, উপ পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এবং প্রধান প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। উচ্চতর গবেষণা এবং উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয়ের তথ্যাদি এবং এর আউটপুট পাওয়া যায়নি। বই ও জার্নাল, আসবাবপত্র ও অফিস ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়ের তথ্যাদি সংক্রান্ত স্টক রেজিস্ট্রার না পাওয়ায় এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য জানা যায়নি। উপ প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজ অনুমোদিত ডিপিপি অনুসরণ করা হয়নি। অনুমোদিত পরিমান ও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম কাজ করা হয়েছে। যেমন: অনুমোদিত ডিপিপিতে তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মকর্তাদের জন্য ৪টি ৫ তলা ভবন নির্মাণের বিষয় উল্লেখ থাকলেও ২টি ভবন সম্পূর্ণরুপে সম্পন্ন করা হয়েছে; ১টি ভবন ৫ তলার পরিবর্তে ৪ তলা করা হয়েছে। ০১টি ভবন ৫ তলার পরিবর্তে ১ তলা করা হয়েছে। অপরদিকে একাডেমিক ভবনের ২য় তলা থেকে ১০তলা পর্যন্ত সম্পাদনের বিষয় ডিপিপিতে উল্লেখ থাকলেও তা ২য় তলা থেকে ৭ম তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সংশোধিত ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ

পাওয়ায় সম্পূর্ণ কাজ করা যায়নি। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসরণ না করে ভৌত কাজ সম্পাদনের বিষয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিপত্র, নীতিমালা ও নির্দেশনা ও পিপিআর অনুসরণ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রতিকূলতার সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয়কৃত গাড়ী হস্তান্তরের নির্দেশনা মোতাবেক কোন ব্যবস্থা অদ্যাবধি গ্রহণ করা হয়নি।

চিত্রঃ৫-তলার পরিবর্তে নির্মিত ১তলা কোয়ার্টার ভবন। চিত্রঃ৬-নির্মিত প্রশাসনিক বিশ্ববিদ্যালয়।

১০.৪ **জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়:** জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহে প্রকল্পের আওতায় উপপ্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম গত ২১/০৯/২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকলে উপপরিচালক (পরিকল্পনা), ডেপুটি প্রধান প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত উপপ্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪২.৪২ কোটি টাকা যার সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে। উপপ্রকল্পের আওতায় পরামর্শক খাতে ৪৯.৮২ লক্ষ টাকা, গাড়ী ক্রয় (২টি মিনিবাস) খাতে ৮১.৩৮ লক্ষ টাকা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকা, অফিস যন্ত্রপাতি খাতে ১৫.০০ লক্ষ টাকা, আসবাবপত্র খাতে ৭৮.২০ লক্ষ টাকা এবং ভৌত কাজের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ (১৫ একর) খাতে ৭৬২.২২ লক্ষ টাকা, ভূমি উন্নয়ন খাতে ১৮১.০৩ লক্ষ টাকা, ছাত্র হোস্টেলের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৪র্থ ও ৫ম তলা) খাতে ১৮১.৩৯ লক্ষ টাকা, ছাত্রী হোস্টেলের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৩র্থ ৫ম তলা) খাতে ২৪১.০০ লক্ষ টাকা, ছাত্রী হোস্টেলের (৪র্থ তলা পর্যন্ত) নির্মাণ খাতে ৬০১.০৩ লক্ষ টাকা, ভাইস চ্যান্সেলরের আবাসিক ভবন (২য় তলা) খাতে ১৩০.০৯ লক্ষ টাকা, শিক্ষক কোয়ার্টার (২য় তলা) নির্মাণ খাতে ১৬০.২০ লক্ষ টাকা, অফিসার স্টাফ কোয়ার্টার (২য় তলা) নির্মাণ খাতে ১৬১.০০ লক্ষ টাকা, স্টাফ কোয়াটার (৫ম তলা) নির্মাণ খাতে ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা, বিজ্ঞান ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৪র্থ ও ৫ম তলা) খাতে ২১২.০০ লক্ষ টাকা, অফিস ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৪র্থ ও ৫ম তলা) খাতে ১৯৬.০০ লক্ষ টাকা, লাইব্রেরী ভবন (৩ তলা) নির্মাণ খাতে ৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা, মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ খাতে ৮৪.০০ লক্ষ টাকা, গার্ড রোম নির্মাণ খাতে ৯.০০ লক্ষ টাকা, গ্যারেজ নির্মাণ খাতে ৯.০০ লক্ষ টাকা, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ খাতে ১৩.০০ লক্ষ টাকা, শহীদ মিনার

নির্মাণ খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ খাতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা, ড্রেনেজ ও কালভার্ট নির্মাণ খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকা, ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা, জেনারেটরসহ সাবস্টেশন স্থাপন খাতে ৩৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ইলেক্ট্রিক মেইন লাইন স্থাপন খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারিং সেট আপ থাকার পরও উপপ্রকল্পের আওতায় পরামর্শক সেবা খাতে ৪৯.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বিষয়টি যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান হয় না। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্প শেষে নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী হস্তান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পরিদর্শনকালে উপপকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্ট্রার প্রদর্শন করতে পারেননি। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজটি কেবলমাত্র ৩ তলা পর্যন্ত ফ্রেম স্ট্রাকচার সম্পন্ন করা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ দেয়াল ও ফিনিসিং কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। বর্তমানে উক্ত স্ট্রাকাচারের উপরে অন্য প্রকল্পের আওতায় আরো ৩ তলা নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, ভার্টিকাল এক্সটেনশনের সিদ্ধান্ত থাকায় শুধুমাত্র ফ্রেম স্ট্রাকচার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত কাজটি অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুসারে পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন না করেই প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রমের কোন অডিট করানো হয়নি। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ডিপ টিউবওয়েলটি এখনও পানি লাইনে সংযুক্ত করা হয়নি ফলে এর সুফল এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।

চিত্রঃ৭-নির্মিত শিক্ষক কোয়ার্টার।

চিত্রঃ৮-নির্মিত ছাত্রী হোস্টেল।

১০.৫ **ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট):** ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), গাজীপুর প্রকল্পের আওতায় উপপ্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম গত ২৩/০৯/২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত উপপ্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত আরডিপিপি অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩.৪৬ কোটি টাকা যা সম্পূর্ণরুপে ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বই ও জার্নাল ক্রয় খাতে ৮.০০ লক্ষ টাকা, পরিচালনা ব্যয় খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকা, যানবাহন ক্রয় খাতে ৬০.০০ লক্ষ টাকা, আসবাবপত্র ক্রয় খাতে ১৪.৯৭ লক্ষ টাকা, ভূমি অধিগ্রহণ খাতে (০৩ একর) ১০৯০.০০ লক্ষ টাকা এবং ভূমি উন্নয়ন খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া, পূর্ত কাজের আওতায় ছাত্র হোস্টেল নির্মাণ (৩ তলা) খাতে ৭৮০.১৯ লক্ষ টাকা, ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ (২য় তলা) খাতে ৬৭৩.৩৬ লক্ষ টাকা, শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণের কোয়ার্টারের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ

(২য় থেকে ৫ম তলা) খাতে ৫০৭.১০ লক্ষ টাকা, ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণ (২য় তলা) খাতে ৩১৬.০০ লক্ষ টাকা, তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্টাফ কোয়ার্টারের অসম্পন্ন কাজ সম্পন্নকরণ (নীচ তলা থেকে ২য় তলা) খাতে ২৯০.০০ লক্ষ টাকা এবং একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ (৩য় ও ৪র্থ তলা) খাতে ৫৮৫.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উপপ্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ খাতে ০৩ একর নির্ধারণ থাকলে ও জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ১.১৩ একর। উপপ্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজসমূহ বিছিন্নভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে যার ফলে প্রকল্প মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম ব্যহত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। একটি ৩ তলা ছাত্র হোস্টেল নির্মানের সংস্থান থাকলেও উক্ত ভবনের ২য় তলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ এবং ৩য় তলার অর্ধেক সম্পন্ন করা হয়েছে, অর্থাৎ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানটিতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের বিদ্যমান পরিপত্র, নীতিমালা ও পিপিআর অনুসরণ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে, ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতিসহ নানামুখী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে।

চিত্রঃ ৯-প্রকল্পের আওতায় ডুয়েটের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমি।

চিত্রঃ১০-ডুয়েটে নির্মিত ছাত্র হোস্টেল।

১০.৬ **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপপ্রকল্প এলাকার বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম গত ২৪/০৯/২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত উপপ্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯.২৩ কোটি টাকা যার সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক ফি খাতে ৪৮.০০ লক্ষ টাকা, আসবাবপত্র খাতে ১৪৭.০০ লক্ষ টাকা, লিফট স্থাপন খাতে ১০৩.০০ লক্ষ টাকা, ইলেক্ট্রিকেল ইক্যুইপমেন্ট (জেনারেটরসহ ৪০০ কেভি সাবস্টেশন) খাতে ১৬১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া, পূর্ত কাজের আওতায় জগন্নাথ হলে ১০ তলা ফাউন্ডেশনে ৮ তলা ভবন নির্মাণ খাতে ২৪৬৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পিসিআর এর তথ্যমতে প্রকল্পের কোন অডি ট করানো হয়নি। তবে পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন যে , উন্নয়ন বাজেটের আওতায় আলোচ্য প্রকল্পেরও অডিট করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থায়নে নিজস্ব তহবিল হতে সংস্থানের প্রস্তাব না থাকলেও উক্ত

উপপ্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল হতে ৬৬০.৮৬ লক্ষ টাকা ব্য বহার করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে নির্মিত ভবনে সরবরাহকৃত আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, খাট, বুকসেলফ্) দেখা গেলেও আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্ট্রার দেখাতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট হলের প্রভোস্ট জনাব প্রফেসর ড .অসীম রায় জানান যে , হলে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনটি ছাত্রদের আবাসিক সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভবনের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন। ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন ভবন ও জেনারেটরসহ ৪০০ কেভি সাব-স্টেশনটি সক্রিয় রয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে দেখাগেছে।

চিত্রঃ১১-নির্মিত ছাত্র হোস্টেল।

চিত্রঃ১২-জেনারেটরসহ ৪০০ কেভি সাব-স্টেশন।

১১.০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে:

(ক) ডিপিপি, আরডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২.০। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

১২.১ **আর্থিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪৫৩৫৭.০০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ৪৫১৯৩.৯৩ লক্ষ টাকা (৯৯.৬৪%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০ ০৮-২০০৯ হতে ২০১৫- ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূ চির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
		মোট			মোট
২০০৮-২০০৯	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
২০০৯-২০১০	২৯৩২.০০	২৯৩২.০০	২৯৩২.০০	২৯৩২.০০	২৯৩২.০০

আর্থিক বৎসর	অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
		মোট			মোট
২০১০-২০১১	৭২১৪.০০	৭২১৪.০০	৭২১৪.০০	৭২০৮.০০	৭২০৮.০০
২০১১-২০১২	৬৯০০.০০	৬৯০০.০০	৬৯০০.০০	৬৮৯৬.০০	৬৮৯৬.০০
২০১২-২০১৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৮.০০	৩৯৯৮.০০
২০১৩-২০১৪	৬৪০০.০০	৬৪০০.০০	৬৪০০.০০	৬৩৮৮.০০	৬৩৮৮.০০
২০১৪-২০১৫	১০৬০০.০০	১০৬০০.০০	১০৬০০.০০	১০৫৯৩.০০	১০৫৯৩.০০
২০১৫-২০১৬	৭০১১.০০	৭০১১.০০	৭০১১.০০	৬৮৭৮.৯৩	৬৮৭৮.৯৩
মোট	**৪৫৩৫৭.০০**	**৪৫৩৫৭.০০**	**৪৫৩৫৭.০০**	**৪৫১৯৩.৯৩**	**৪৫১৯৩.৯৩**

১৩.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:**

পরিকল্পিত	অর্জন
শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নতকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নতকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৫.০। **প্রকল্পের প্রভাব:** আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে (ক) ছাত্রদের অভিজ্ঞা এবং দক্ষতাকে প্রগাঢ় করার লক্ষ্যে তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে তারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে মর্মে জানা গেছে; (খ) আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির বিষয়ে সমসাময়িক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞাতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ আছে; (গ) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা এবং অধ্যয়নে সহযোগিতা সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বপরি, প্রকল্পটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা সুবিধাদি উন্নয়নকল্পে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

১৬। **সুপারিশ:**

১৬.১ ভৌত কাজের গুণগত মান বজায় রাখা, উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠু মনিটরিং তথা প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট প্রভাব নিরুপনের সুবিধার্থে ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্নভাবে ভৌত কাজের পরিকল্পনা পরিহার করে বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থা তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে সচেতনতা অবলম্বন করা;

১৬.২ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন সরকারের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সরকারী পরিবহন পুলে স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১৬.৩ ইউজিসি'র আওতাধীন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন থাকার পরও ভৌত কাজের ডিজাইন প্রনয়ণ ও ভৌত কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথকভাবে পরামর্শক নিয়োগের বিষয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আইএমইডি'কে অবহিত করা;

১৬.৪ উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট কাজ সম্পদান করা;

১৬.৫ ইউজিসি, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প চলাকালীন সময়ে পরিদর্শনপূর্বক যেসমস্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে তার সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করা;

১৬.৬ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র, আফিস যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির স্টক রেজিস্ট্রার ও বিভিন্ন দপ্তরে বন্টনের রেজিস্ট্রার মোতাবেক সঠিক তালিকা আইএমইডি'তে প্রেরণ করা;

১৬.৭ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা;

১৬.৮ আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন আইএমইডি'তে প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর ১১ মাস পর গত ১১/০৯/২০১৭ তারিখে পাওয়া গেছে। সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন ও এর প্রভাব নিরুপনের সুবিধার্থে ভবিষ্যতে সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আইএমইডি'তে প্রেরণে সতর্কতা অবলম্বন করা;

১৬.৯ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও নির্মিত অবকাঠামো যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, ক্রয় বা নির্মাণের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে তা সে উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১৬.১০ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশোধন পরিপত্র, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার নির্দেশিকা, আর্থিক ক্ষমতা অর্পন নীতিমালা অনুসরণের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করা;

১৬.১১ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত উপপ্রকল্পের আওতায় উচ্চতর গবেষণা, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয়িত অর্থের এবং ভৌত কাজ অনুমোদিত ডিপিপি অনুসরণ না করে কম কাজ করার বিষয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তদন্ত করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করা;

১৬.১২ জাতীয় উপ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৩ তলা ছাত্রী হোস্টেলের কাজ সম্পূর্ণরুপে শেষ না করে (কেবলমাত্র ফ্রেম স্ট্রাকচার করা হয়েছে) প্রকল্প সমাপ্ত করার বিষয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তদন্ত করে আইএমইডি'কে অবহিত করা;

১৬.১৩ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপিতে সম্পাদন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

১৬.১৪ ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত উপপ্রকল্পের আওতায় নির্মিত ছাত্র হোস্টেল অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসরণ না করে ৩ তলার পরিবর্তে আড়াই তলা নির্মানের বিষয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তদন্ত করে আইএমইডি'কে অবহিত করা; এবং

১৬.১৫ অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.১৪ এর সুপারিশসমূহ অনুসরণ এবং তার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আইএমইডি'কে অবহিত করা।

টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (টিভিইটি) রিফর্ম ইন বাংলাদেশ
-শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

প্রকল্পের নাম: টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং(টিভিইটি) রিফর্ম ইন বাংলাদেশ

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : সমগ্র বাংলাদেশ।

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।

৩। **প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয়** : কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ/শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়				প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের %)
মূল		সর্বশেষ সংশোধিত			মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১		২		৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট	১৩৬০০.০০	মোট	১৩৬০০.০০	১৩২৯৯.৭৮	জানুয়ারি ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৩	জানুয়ারি ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৫	জানুয়ারি ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৫	---	২৪ মাস (২৫%)
জিওবি	৮৫০.০০	জিওবি	৮৫০.০০						
পিএ	১২৭৫০.০০	পিএ	১২৭৫০.০০						

৫। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : বাংলাদেশ সরকার এবং ইসি-আইএলও

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন** : (পিসিআর অনুযায়ী)(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের অঙ্গ	একক	অনুমোদিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	আর্থিক	বাস্তব
১	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	৩৬০ mm	২৪০০.০০	---	২৪০০.০০	৬৩১৪.০০	২৮৪ (৭৮.৮৮%)
২	দেশীয় পরামর্শক ও প্রফেশনালস	৩৩০০ mm	১৬৫০.০০	---	১৬৫০.০০	১৫৮১.০০	২৩৯০(৭২.৪২%)
৩	প্রোগ্রাম অফিসার	৩০০ mm	৩৬০.০০	---	৩৬০.০০	৪২১.০০	২৪৫(৮৬.৬৭%)
৪	প্রশিক্ষণার্থী ভাতা	৬০০০ mm	৬০০.০০	---	৬০০.০০	৫৪৫.০০	৪৭২৬(৭৮.৭৭%)
৫	স্থানীয় ও বৈদেশিক ভ্রমন	LS	২৩৯.০০	---	২৩৯.০০	২৪৩.৭৫	১০০%
৬	প্রতিবেদন ও যোগাযোগ	LS	২০.০০	---	২০.০০	৮৪.০০	১০০%
৭	ওয়ার্কশপ (জাতীয়)	---	১০২.৮৩	---	১০২.৮৩	৮৮৬.০০	১০০%
৮	জরিপ ও গবেষণা	৬	৩৫০.০০	---	৩৫০.০০	৩৪৫.০০	৬ (১০০%)
৯	বিবিধ	৬০০ mm	১১৭.০০	---	১১৭.০০	১২৪.৫০	৫৭০(৯৫%)
১০	ফেলোশিপ ও শিক্ষা সফর	২১ mm		---		৩৩২.৫৩	১০০%
১১	মূল্যায়ন ও অডিট	LS	২৫৫.০০	---	২৫৫.০০	২৩৯.৫০	১০০%
১২	জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট	LS	৪৫.০০	---	৪৫.০০	৪৩.৫০	১০০%

ক্রমিক নং	প্রকল্পের অঙ্গ	একক	অনুমোদিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	আর্থিক	বাস্তব
১৩	আনুষঙ্গিক	LS	১৭০.০০	---	১৭০.০০	১৫২.০০	১০০%
১৪	অফিস একোমোডেশন ও আনুষঙ্গিক	৯৬ mm	২৫০.০০	২৫০.০০	---	২৫০.০০	৯৬ (১০০%)
১৫	বেতন ও ভাতা	৯৬ mm	৩০০.০০	৩০০.০০	---	৩০০.০০	৯৬ (১০০%)
১৬	সিডি এন্ড ভ্যাট	LS	৩০০.০০	৩০০.০০	---	---	---
১৭	প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র	৮৫০+ ৩৫০= ১২০০	৬২৯১.১৭	---	৬২৯১.১৭	১৩৩৬.০০	১১২৪ (৯৩.৬৭%)
১৮	অফিস সরঞ্জাম	৬০	৫০.০০	---	৫০.০০	৫০.০০	৫১ (৮৫%)
১৯	যানবাহন	৫	১০০.০০	---	১০০.০০	৫২.০০	৩ (৬০%
	মোট		১৩৬০০.০০			১৩২৯৯.৭৮	৯৯.৯০%

৭। **প্রকল্পের পটভূমি:**

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ। সাম্প্রতিককালে দেশটি বিভিন্ন সূচকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। তবে এ উন্নয়নের ধারায় এখনও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। যেমন - কারিগরি অদক্ষতা, বিশ্বায়ন, অবাধ বানিজ্যিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এখন দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধির বড় অংশীদার। প্রতিবছর এ খাতে দেশটি বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বাংলাদেশের কয়েক বিলিয়ন লোক বিশ্বের ১০০ টির অধিক দেশে কর্মরত আছে যাদের প্রায় ৫১% দক্ষ এবং বাকিরা অর্ধ -দক্ষ অথবা অদক্ষ। যদি দেশের জনগোষ্ঠীর কারিগরি খাতে দক্ষতা আরোও বৃদ্ধি করা যায় তবে দেশটিবৈদেশিক বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান খাতে আরোও বেশি অবদান রাখতে পারবে। দেশের কারিগরি শিক্ষা খাত দেশীয় বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থার সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে সামঞ্জস্যপূর্ন নয়। তাই এ খাতের আরোও সংস্কার প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে টিভিইটি রিফর্ম প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

৮.১। কেন্দ্রীয় এবং বিকেন্দ্রীকৃত পর্যায়ে টিভিইটি পলিসি ও ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা এবং শক্তিশালী করা;

৮.২। টিভিইটির সংবেদনশীলতা, মান ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করা;

৮.৩। ব্যবস্থাপক ও শিক্ষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টিভিইটি প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা;

৮.৪। সুবিধাবঞ্চিত গ্রপদের টিভিইটি প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করা;

৮.৫। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরির বাজার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৯। **অনুমোদন পর্যায়:**

	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ
মূল	জানুয়ারি ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৩	১৩/০৫/২০০৮
১ম সংশোধিত	জানুয়ারি ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৫	১৫/০৬/২০১৫

১০। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

*পরামর্শক কার্যক্রম
*প্রশিক্ষণ প্রদান
*যানবাহন ক্রয়/ সংগ্রহকরণ
*জরিপ ও গবেষণা
*প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র ক্রয়

১১। **প্রকল্প বাস্তবায়ন:** প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন-

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দয়িত্বের ধরন
১	মো: আবুল বাসার (প্রফেসর), মহাপরিচালক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	০১/০১/২০০৮	২৪/১১/২০০৮	অতিরিক্ত দায়িত্ব
২	নিতাই চন্দ্র সূত্রধর (প্রফেসর), মহাপরিচালক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	২৩/০২/২০০৯	০৪/০১/২০১১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৩	মো: আবুল কাশেম (প্রফেসর), মহাপরিচালক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	০৫/০১/২০১১	২১/০৩/২০১২	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৪	মো: শাহজাহান মিঞা, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	২১/০৩/২০১২	২৮/০৬/২০১৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৫	অশোক কুমার বিশ্বাস, অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	২৯/০৬/২০১৫	৩১/১২/২০১৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১২। **মূল্যায়ন পদ্ধতি:** মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

ক. পিসিআর পর্যালোচনা;
খ. পিসিআর প্রাপ্তির পর সরেজমিন পরিদর্শন।

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শন:** প্রকল্পটি পরিদর্শনের লক্ষ্যে ২৩/১১/২০১৭ তারিখে প্রকল্প পরিচালক (বর্তমান কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক) এর সাথে যোগাযোগপূর্বক তার দপ্তরে যাওয়া হয় কিন্তু প্রকল্প পরিচালক পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা করেননি।

১৪.০। **সাধারন পর্যবেক্ষণ:**

১৪.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জন:** প্রাপ্ত পিসিআর অনুসারে-

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	অর্জন
১	কেন্দ্রীয় এবং বিকেন্দ্রীকৃত পর্যায়ে টিভিইটি পলিসি ও ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা এবং শক্তিশালী করা;	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পলিসি ২০১১ পাস করা হয় এবং 'দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতি' প্রতিষ্ঠা করা হয়
২	টিভিইটির সংবেদ নশীলতা, মান ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করা;	ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং টিভিইটিতে ন্যাশনাল কোয়ালিটি এশিউরেন্স সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	অর্জন
৩	ব্যবস্থাপক ও শিক্ষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টিভিইটি প্রতিষ্ঠা নসমূহকে শক্তিশালী করা	২ স্তর বিশিষ্ট ইনস্ট্রাকটর ট্রেনিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে
৪	সুবিধাবঞ্চিত গ্রপদের টিভিইটি প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি করা;	সুবিধাবঞ্চিত গ্রপদের টিভিইটি প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে
৫	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারমূখী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরি বাজারমূখী

১৪.২। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণ:** পিসিআর পর্যালোচনা করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৪.৩। **মনিটরিং:** প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটি আইএমইডির কোন কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন করা হয়নি। তবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং আইএলও এর বিভিন্ন কর্মকর্তা দ্বারা একাধিকবার পরিদর্শন করা হয়েছে।তবে প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন এ বিভাগে পাওয়া যায়নি।

১৪.৪। **অডিট:** (প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী)

১৪.৪.১। ইন্টারনাল অডিট : প্রকল্পটির কোন ইন্টারনাল অডিট হয়নি।
১৪.৪.২। এক্সটার্নাল অডিট : *মে ২০১৪ আইএলও কর্তৃক অডিট করা হয়।
*মে ২০১৪ বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অডিট বিভাগ (ফাপাড) কর্তৃক অডিট করা হয়।

১৪.৫। **প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রম:**

অঙ্গের নাম	ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ক্রয়
প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র	১২০০টি	১১২৪টি
অফিস সরঞ্জাম	৬০টি	৫১টি
জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক (১০০%)

১৪.৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের সকল অঙ্গের কাজ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে পিসিআর পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে।

১৪.৭। **বরাদ্দ অব্যয়িত থাকলে তার বিবরণ:** (লক্ষ টাকায়)

	বরাদ্দ	অব্যয়িত
প্রকল্প সাহায্য	১২৭৫০	০.২২
জিওবি	৮৫০	৩০০

১৪.৮। **যানবাহন স্থানান্তর:** কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের ০৯/১১/২০১৭ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.১২৪.১৭.০১৮.১৭ নং স্মারক মোতাবেক প্রেরিত পত্র হতে জানা যায় প্রকল্পের জন্য টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য ৫ টি যানবাহন সংগ্রহের উল্লেখ থাকলেও প্রকল্প চলাকালীন ৩টি যানবাহন সংগ্রহ করা হয় । প্রকল্প সমাপ্তির পর সংগ্রতকৃত ৩টি যানবাহন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড প্রোডাকটিভিটি (বিএসইপি) প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়।

১৪.৯। **প্রকল্পের প্রভাব:** প্রকল্পের আওতায় গৃ হীত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণার্থীদের কা রিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে তাদের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমানে আন্ত র্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশী কর্মীদের চাহিদা ও কর্মসংস্থান উর্ধ্বমূখী। কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্পটি এতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে ছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৫। **সমস্যা:**

১৫.১। প্রকল্পটি ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হলেও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয় ০৯/১১/২০১৭ তারিখে যা আইএমইডিতে পাওয়া যায় ১৫/১১/২০১৭ তারিখ। প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যেপিসিআর প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও ১ বছর ১০ মাস পর পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে। এত বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ করা হলে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে বাস্তবায়ন সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না;

১৫.২। প্রকল্পটির ৮ বছর বাস্তবায়নকালে ৫ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন স ময় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বারবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতিকে মন্থর করে এবং প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনকে বাধাগ্রস্থ করে;

১৫.৩। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা না করায় প্রক ল্পের ক্রয় কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা যায়নি;

১৫.৪। প্রকল্পের জিওবি খাতের অব্যয়িত ৩০০.০০ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা তা পিসিআরে উল্লেখ করা হয়নি; (১৪.৭)

১৫.৫। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮/০১/২০০৬ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য সংগ্রহকৃত যানবাহন পরিবহন পুলে জমা দেয়ার বিধান থাকলেও তা প্রতিপালন না করে যানবাহন অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়েছে। (১৪.৮)

১৬। **আইএমইডির মতামত/ সুপারিশ:**

১৬.১।প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যেপিসিআর প্রেরণের বা ধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও ১ বছর ১০ মাস পর পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে। বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনকরবে;

১৬.২। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে বারবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না করার বিষ য়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে;

১৬.৩।প্রকল্পের জিওবি খাতের অব্যয়িত ৩০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সরকারি কোষাগারে জমা করেছে কিনা বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৬.৪।প্রকল্পের জন্য সংগ্রহকৃত যানবাহন পরিবহন পুলে জমা দেয়ার বিধান থাকলেও তা না করে যানবাহন অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করার কারণ খতিয়ে দেখে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৬.৫। উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আগামি ১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

স্নাতক (পাশ) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান (১ম সংশোধিত)
-শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নামঃ স্নাতক (পাশ) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান (১ম সংশোধিত) |

২। (ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (মেয়াদ বৃদ্ধি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪২৯৬.০০ ৩৪২৯৬.০০ --	৫০১২৬.০০ ৫০১২৬.০০ --	২৮৯৫৪.৭০	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬	--	--

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সর্বশেষ অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সর্বশেষ অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	০৮ জন	৮২.৪৩	০৮ জন	৫১.৭৭	০৪ জন
২.	কর্মচারীদের বেতন	০৩ জন	১০.৫০	০৩ জন	৭.৬৯	০৩ জন
৩.	ভাতাদি	১১ জন	৪৯.২৬	১১ জন	৫৩.০৬	০৭ জন
৪.	পিআইইউ পরিচালনা ব্যয়	থোক	১৫২.৪৫	থোক	৬৯.৪৬	থোক
৫.	ওয়ার্কসপ	৬৪টি	২০৪.০০	৬৪টি	৯৬.৮৪	৫৪টি
৬.	ফরমস ও লিফলেটস প্রিন্টিং	থোক	৪৫.০০	থোক	১৪.৯৫	থোক
৭.	ব্যাংক সার্ভিস চার্জ @ ২.৫%	থোক	১২০০.৬০	থোক	৫২৫.১২	থোক
৮.	উপবৃত্তি বিতরণে উপজেলা অফিসের জন্য কন্টিনজেন্সি	থোক	১৯২.৮০	থোক	১৮৮.৬০	থোক
৯.	ডাটা এন্টি এন্ড প্রসেসিং এর জন্য কন্টিনজেন্সি	থোক	৪১.৮২	থোক	২৩.৫১	থোক
১০.	তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয়	থোক	১২.০০	থোক	--	থোক
১১.	মাউশি এর জন্য কন্টিনজেন্সি	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক

ক্রমিক নং	সর্বশেষ অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সর্বশেষ অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
১২.	আউট সোর্সিং কর্মচারীদের বেতন	০৬ জন	১৫.৪২	০৬ জন	৩০.৩৯	০৬ জন
১৩.	আউট সোর্সিং কর্মচারীদের ভাতা	০৬ জন	২২.০০	০৬ জন		০৬ জন
১৪.	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৫.৫০	থোক	৩.৭৫	থোক
১৫.	আর্থিক সাহায্য (উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি)	৮৫৪৫২৬ জন	৪৮০২৪.৩৬	৮৫৪৫২৬ জন	২৭৮২১.৭০	৫০১৭৭৫ জন
১৬.	আসবারপত্র (পিআইইউ)	৩৮টি	৪.৩৬	৩৮টি	৪.৩৬	৩৮টি
১৭.	অফিস যন্ত্রপাতি	১২টি	৬.৮৫	১২টি	৬.৮৫	০৪টি
১৮.	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইউপিএস, প্রিন্টার (পিআইইউ ও মাউশির জন্য)	১৩ সেট	৭.১৫	১৪ সেট	৭.১৫	১৪ সেট
১৯.	পিআইইউ এর জন্য জীপ	০১টি	৪৭.৫০	০১টি	৪৭.৫০	০১টি
	মোট =		৫০১২৬.০০	--	২৮৯৫৪.৭০ **(৫৭.৭৬%)**	--

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত আলোচ্য এ প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৫০১২৬.০০ লক্ষ টাকার বিপরীত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৮৯৫৪.৭০ লক্ষ টাকা, যা মূল অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দের ৫৭.৭৬%। মূলতঃ ‘ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট’ -এর গত ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের ৩য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম স্থগিত করে জুলাই, ২০১৬ হতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তবে আলোচ্য প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে শতভাগ অর্থছাড় এবং শতভাগ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে মর্মে পিসিআর -এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। পটভূমিঃ

শিক্ষাকে আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তি কার্যক্রম স্নাতক পর্যন্ত সম্প্রসারণ এবং বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ৩৪২.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে “স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প”-শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। জিওবি অর্থায়নের আলোচ্য এ প্রকল্পে মূলতঃ ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট’ হতে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি মোট ৫০১.২৬ কোটি টাকা (জিওবি ২০.৯০ কোটি টাকা এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (অনুদান) ৪৮০.৩৬ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ জুলাই, ২০১১ হতে ৩০ জুন, ২০১৬ মেয়াদে সংশোধন করা হয়। সংশোধনের পর প্রকল্পের আওতায় উপ-বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মেয়েদের ৭৫% এবং ছেলেদের ২৫% এর সংস্থান রাখা হয়।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- স্নাতক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি করা;
- চাকুরির সুযোগ এবং উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ছোট পরিবার এবং জন্ম হার নিয়ন্ত্রণ করা;
- দেশের দারিদ্র্য বিমোচন করা;
- জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়ন অর্জন করা;
- আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায়ঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৩৪২৯৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১ ৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৩/০৯/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০১২৬.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণপূর্বক জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১ ৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৩/১২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। অতঃপর, ' প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' -এর গত ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের ৩য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম স্থগিত করে জুলাই, ২০১৬ হতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমগুলো হলো - কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি, পিআইইউ পরিচালনা ব্যয়, ওয়ার্কসপ, ফরমস ও লিফলেটস প্রিন্টিং, ব্যাংক সার্ভিস চার্জ @ ২.৫%, উপবৃত্তি বিতরণে উপজেলা অফিসের জন্য কন্টিনজেন্সি, ডাটা এন্টি এন্ড প্রসেসিং এর জন্য কন্টিনজেন্সি, তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয়, মাউশি এর জন্য কন্টিনজেন্সি, আউট সোর্সিং কর্মচারীদের বেতন, আউট সোর্সিং কর্মচারীদের ভাতা, মেরামত ও সংরক্ষণ, আর্থিক সাহায্য (উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি) , আসবারপত্র (পিআইইউ) , অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইউপিএস, প্রিন্টার (পিআইইউ ও মাউশির জন্য), পিআইইউ এর জন্য জীপ -১টি প্রভৃতি।

৭.৫। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	মন্তব্য
১।	জনাব সৈয়দ মোঃ মোজাম্মেল হক অধ্যাপক (বাংলা)	২৩.০৫.২০১২	৩০.০৬.২০১৬	পূর্ণকালীন

৭.৬। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় রংপুর ও লালমনিরহাট জেলায় গৃহীত কার্যক্রম গত ১৮-১০-২০১৭ তারিখে এবং সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় গৃহীত কার্যক্রম যথাক্রমে গত ১১-১০-২০১৭ ও ১২-১০-২০১৭ তারিখে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শ নকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যক্ষ ও অন্যা ন্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির আওতায় পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

৭.৬.১ **রংপুর জেলার কার্যক্রম:**

ক) কাউনিয়া ডিগ্রী কলেজ: এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭২ সালে স্থাপিত হয়েছে। উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয় এবং পরীক্ষার ফি বাবদ বার্ষিক শিক্ষার্থী প্রতি মোট ৪৯০০ টাকা হারে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ৩৮০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে (ছাত্র ২৩৫ জন ও ছাত্রী ১৪৫ জন) ১১৮ জন শিক্ষার্থীকে মোট ৫,৭৮,২০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ৩৯০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে (ছাত্র ২৬৯ জন ও ছাত্রী ১২১ জন) ১২৯ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্র ৪৯ জন ও ছাত্রী ৮০ জন) মোট ৬,৩২,১০০/- টাকা

প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ প্রতিষ্ঠানের ২০১৪-১৫, ২০১৩-১৪ ও ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের সর্বমোট ৬০ জন চূড়ান্ত মনোনীত শিক্ষার্থী উপবৃত্তির টাকা পায়নি জানা যায়।

খ) ধাপ-সাতগাড়া বায়তুল মুকাররম মডেল কামিল মাদরাসাঃ এ প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩২ জন (ছাত্র ৪১২ জন ও ছাত্রী ১২০ জন)। প্রতিষ্ঠানটিতে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয় এবং পরীক্ষার ফি বাবদ ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২১ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্রী) মোট ১,১৮,০২০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪৯ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্র ১২ জন ও ছাত্রী ৩৭ জন) মোট ২,৭৫,৩৮০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। তবে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাকিং-এর আওতায় যাওয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিতরণকৃত অর্থের পরিমান পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠান ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস হতে পাওয়া যায়নি।

৭.৬.২ লালমনিরহাট জেলার কার্যক্রম:

ক) লালমনিরহাট আদর্শ ডিগ্রী কলেজ: এ প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয় এবং পরীক্ষার ফি বাবদ ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৩৯ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্রী ১০৬ জন ও ছাত্র ৩৩ জন) মোট ৫,৩৩,৯০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১৫ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্রী ৭৯ জন ও ছাত্র ৩৬ জন) মোট ৬,০৫,২৬০/- টাকা এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪০ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্রী ২৬ জন ও ছাত্র ১৪ জন) মোট ১,৯৬,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

খ) সাপ্টিবাড়ী ডিগ্রী কলেজ: এ প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয় এবং পরীক্ষার ফি বাবদ ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১০৫ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্রী) মোট ৫,৯০,১০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৫৭ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্রী ১৪৫ জন ও ছাত্র ১২ জন) মোট ৮,৮২,৩৪০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তবে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাকিং-এর আওতায় যাওয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিতরণকৃত অর্থের পরিমান পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠান ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস হতে পাওয়া যায়নি।

৭.৬.৩ সিলেট জেলার কার্যক্রম:

ক) নুরজাহান মেমোরিয়াল মহিলা ডিগ্রী কলেজ: এ প্রতিষ্ঠানটি ২০০০ সালে স্থাপিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয় এবং পরীক্ষার ফি বাবদ ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ৫৩ জন শিক্ষার্থীকে মোট ১,২৭,২০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ১৪০ জন শিক্ষার্থীকে মোট ৬,৮৬,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

খ) মইনউদ্দিন আদর্শ মহিলা কলেজ: এ প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয় এবং পরীক্ষার ফি বাবদ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের মোট ৬২ জন শিক্ষার্থীকে মোট ৩,২০,৩৪০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। তবে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাকিং-এর আওতায় যাওয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিতরণকৃত অর্থের পরিমান পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠান ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস হতে পাওয়া যায়নি।

গ) মদনমোহন কলেজ: এ প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয় এবং পরীক্ষার ফি বাবদ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের মোট ৪৮৩ জন শিক্ষার্থীকে মোট ২৭,১৪,৪৬০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। তবে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাকিং-এর আওতায় যাওয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিতরণকৃত অর্থের পরিমান পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠান ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস হতে পাওয়া যায়নি।

৭.৬.৪ সুনামগঞ্জ জেলার কার্যক্রম:

ক) বাদাঘাট ডিগ্রী কলেজ: প্রতিষ্ঠানটি সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় ১৯৯৪ স্থাপিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয় এবং পরীক্ষার ফি বাবদ ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ৪২ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্রী ৩৫ জন ও ছাত্র ৭ জন) মোট ২,০৫,৮০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ৬৪ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্রী ৫৪ জন ও ছাত্র ১০ জন) মোট ৩,১৩,৬০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৭.৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** : মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত আলোচ্য এ প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৫০১২৬.০০ লক্ষ টাকার বিপরীত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৮৯৫৪.৭০ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্ধের ৫৭.৭৬%। মূলতঃ 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' -এর গত ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের ৩য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম স্থগিত করে জুলাই, ২০১৬ হতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তবে আলোচ্য প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে শতভাগ অর্থছাড় এবং শতভাগ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে মর্মে পিসিআর -এ উল্লেখ করা হয়েছে। পিসিআর এ উল্লেখিত প্রকল্পটির অনুকূলে ২০ ১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ			অর্থছাড়	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট		মোট	টাকা	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
২০১১-১২	১.০০	১.০০	-	১.০০	১.০০	১.০০	-
২০১২-১৩	৭৪৫২.৩২	১৫৭.০০	৭২৯৫.৩২	৭৪৫২.৩২	৭৪৫২.৩২	১৫৭.০০	৭২৯৫.৩২
২০১৩-১৪	৯৪৬৫.০০	৩০০.০০	৯১৬৫.০৩	৯৪৬৫.০০	৯৪৬৫.০০	৩০০.০০	৯১৬৫.০৩
২০১৪-১৫	১১৭৩৬.০০	৩৭৫.০০	১১৩৬১.৩৫	১১৭৩৬.০০	১১৭৩৬.০০	৩৭৫.০০	১১৩৬১.৩৫
২০১৫-১৬	৩০০.০০	৩০০.০০	-	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	-
মোট	**২৮৯৫৪.৭০**	১১৩৩.০০	২৭৮২১.৭০	**২৮৯৫৪.৭০**	**২৮৯৫৪.৭০** (১০০%)	১১৩৩.০০	২৭৮২১.৭০

৮.২। **প্রধান প্রধান অংগের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি বিশ্লেষণঃ** প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলঃ

৮.২.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১১ জনবল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) এর বেতন ভাতা বাবদ ৯২.৯৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে পিসিআর -এ বাস্তব অগ্রগতিতে ০৭ জনবল এবং ৫৯.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে।

৮.২.২ ভাতাদি: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১১ জনবলের জন্য ভাতাদি বাবদ ৪৯.২৬ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দের বিপরীতে ৫৩.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা এ অংগের বরাদ্দের ৭.৪১% বেশি।

৮.২.৩ পিআইইউ পরিচালনা ব্যয়: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী পিআইইউ পরিচালনা ব্যয় বাবদ ১৫২.৪৫ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দের বিপরীতে ৬৯.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৪৫.৫৬%।

৮.২.৪ ওয়ার্কসপ: ওয়ার্কসপ বাবদ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ২০৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৬.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ডিপিপি'তে ৬৪টি ওয়ার্কসপ করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৪টি ওয়ার্কসপ করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.৪৮% অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি ৮৪.৩৮%।

৮.২.৫ ফরমস ও লিফলেটস প্রিন্টিং: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ফরমস ও লিফলেটস প্রিন্টিং বাবদ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দের বিপরীতে ১৪.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.২২%।

৮.২.৬ ব্যাংক সার্ভিস চার্জ @ ২.৫%: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ব্যাংক সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২০০.৬০ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দের বিপরীতে ৫২৫.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.৭৪%।

৮.২.৭ উপবৃত্তি বিতরণে উপজেলা অফিসের জন্য কন্টিনজেন্সি: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী উপবৃত্তি বিতরণে উপজেলা অফিসের জন্য কন্টিনজেন্সি বাবদ ১৯২.৮০ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দের বিপরীতে ১৮৮.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৮২%।

৮.২.৮ ডাটা এন্টি এন্ড প্রসেসিং এর জন্য কন্টিনজেন্সি: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ডাটা এন্টি এন্ড প্রসেসিং এর জন্য কন্টিনজেন্সি ৪১.৮২ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দের বিপরীতে ২৩.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.২২%।

৮.২.৯ আর্থিক সাহায্য (উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি): ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৮৫৪৫২৬ জনের উপবৃত্তি, টিউশন ফি, বই-পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি বাবদ ৪৮০২৪.৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫০১৭৭৫ জনকে মোট ২৭৮২১.৭ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৫৭.৯৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৮.৭২% সম্পন্ন হয়েছে।

৮.২.১০ পিআইইউ এর জন্য জীপ: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১টি জীপ ক্রয় বাবদ ৪৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সম্পূর্ন বরাদ্দই জীপ ক্রয়ে ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে স্নাতক (পাশ) পর্যায়ের শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি করা;	(ক) উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে স্নাতক (পাশ) পর্যায়ের শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(খ) কর্মসংস্থান ও উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;	(খ) কর্মসংস্থান ও উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(গ) উপবৃত্তি গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে মেয়েদের ডিগ্রী পর্যন্ত লেখাপড়ায় যুক্ত রেখে ছোট পরিবার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করা;	(গ) উপবৃত্তি গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে মেয়েদের ডিগ্রী পর্যন্ত লেখাপড়ায় যুক্ত রেখে ছোট পরিবার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে সহায়ক হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(ঘ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি তথা জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা;	(ঘ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি তথা জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে;
(ঙ) উপবৃত্তির মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা দিয়ে দারিদ্র্য দুরীকরণ কার্যক্রমকে তরান্বিত করা;	(ঙ) উপবৃত্তির মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা দিয়ে দারিদ্র্য দুরীকরণ কার্যক্রমকে তরান্বিত হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে।
(চ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন;	(চ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর- এ উল্লেখ আছে। তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্নাতক (পাশ) বা সমমান পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ড্রপ-আউটের হার হ্রাস, আত্ম-কর্মসংস্থান

তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কোন সমীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য পিসিআরএ উল্লেখ নেই বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে পারেননি।

১১। প্রকল্পের প্রভাবঃ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর-এ নিম্নোক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে যে,

১১.১। প্রত্যক্ষ প্রভাবঃ

- স্নাতক (পাশ) বা সমমান পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির হার ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬.৫০% (উৎস: ব্যানবেইস);
- স্নাতক (পাশ) বা সমমান পর্যায়ে ছাত্র ভর্তির হার ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৩.৫৯% (উৎস: ব্যানবেইস);
- স্নাতক (পাশ) বা সমমান পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর ড্রপ আউট রেট কমেছে;
- স্নাতক (পাশ) বা সমমান পর্যায়ে ছাত্র ও ছাত্রী ভর্তির অনুপাতের ব্যবধান কমেছে।

১১.২। পরোক্ষ প্রভাবঃ

- উপবৃত্তি সুবিধাভোগীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তাঁদের বিবাহকে পরিনত বয়সে নিয়েছে;
- স্নাতক (পাশ) বা সমমান পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আত্ম-কর্মসংস্থান তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে;
- ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, যা মোটের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে প্রভাব ফেলেছে।

১২। সমস্যাঃ

১২.১ আলোচ্য এ প্রকল্পের আওতায় উপবৃত্তির সুবিধাপ্রাপ্ত পরিদর্শিত কলেজসমূহে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েও উপবৃত্তির টাকা পাইনি বলে জানা যায়। এদেঁর মধ্যে অনেকেই প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও পরের কিস্তি হতে টাকা পাইনি বলে প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে, দৈবচয়নের ভিত্তি পরিদর্শিত কলেজসমূহের মধ্যে কাউনিয়া ডিগ্রী কলেজ, রংপুর এর ২০১৪-১৫, ২০১৩-১৪ ও ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের সর্বমোট ৬০ জন চূড়ান্ত মনোনীত শিক্ষার্থী যারা উপবৃত্তির টাকা পায়নি, তাঁদের তালিকা (মোবাইল একাউন্ট নম্বরসহ) পরিদর্শনকালে কলেজ কর্তৃপক্ষ হতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি, লালমনিরহাট সদর উপজেলার ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ক) লালমনিরহাট সরকারি কলেজ (খ) লালমনিরহাট নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা (গ) লালমনিরহাট আদর্শ ডিগ্রী কলেজ -এ ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের যথাক্রমে ৬০ জন, ২ জন ও ১ জন শিক্ষার্থী প্রাপ্য উপবৃত্তির টাকায় পাইনি বলে পরিদর্শনকালে এদেঁর তালিকা (মোবাইল একাউন্ট নম্বরসহ) পাওয়া যায়। বর্ণিতাবস্থায় সারা দেশব্যাপি বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্য উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ার চিত্র অনুমেয়।

১২.২ উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের স্টেকহোল্ডার যেমন- সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ডাচ-বাংলা ব্যাংক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১২.৩ উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ডাচ -বাংলা ব্যাংকের অসহযোগিতা ছিল বলে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, সংশ্লিষ্ট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট জানা যায়। বিশেষ করে কোন কিছু সংশোধন , মোবাইল একাউন্ট নম্বর সংক্রান্ত ভুল -ভ্রান্তি, এসএমএস সংক্রান্ত ত্রুটি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ডাচ -বাংলা ব্যাংকের সহযোগিতার অভাব ছিল মর্মে পরিদর্শিত কলেজসমূহ হতে জানা যায়। পাশাপাশি, উপজেলা/কলেজ ভিত্তিক চূড়ান্ত বিতরণকৃত উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি /স্টেটমেন্ট ডাচ-বাংলা ব্যাংক হতে পাওয়া না বলে জানা যায়। অথচ উপবৃত্তি কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য এ সংক্রান্ত তথ্যাদি /স্টেটমেন্ট বিশেষ প্রয়োজন। এছা ড়া, উপবৃত্তির টাকা বিতরণ সংক্রান্ত ডাচ -বাংলা ব্যাংকের নিদিষ্ট কোন সেল /ডেস্ক না থাকায় কাঙ্খিত ব্যাংক সেবা পাওয়া যায়নি বলে জানা যায়।

১২.৪ উপবৃত্তির প্রাপ্তির শর্তাবলী পূরণপূবর্ক শিক্ষার্থীকে একবার চূড়ান্তভাবে মনোনীত করার পর বিভিন্ন কারণে প্রদেয় শর্ত ভঙ্গ করলেও (যেমন: প্রয়োজনীয় উপস্থিতির হার না থাকলে , ড্রপ আউট হলে , অধ্যয়নে অনিয়মিত হলে বা স্বচ্ছল পরিবারে বিবাহ হলে প্রভৃতি) উক্ত শিক্ষার্থী বাদ দিয়ে নতুন যোগ্য শিক্ষার্থীকে মনোনীত করার প্রক্রিয়া খুব জটিল ও সময়সাপেক্ষ ছিল বলে জানা যায়।

১২.৫ কারিগরি জটিলতার কারণে মোবাইলে এস এমএম না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্টরা জানান। এছাড়া উপবৃত্তির টাকা মোবাইলের মাধ্যমে বিতরণের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি প্রবলেম তথা তথ্যাদি হ্যাক করার সমস্যাও ছিল মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়।

১২.৬ দেশব্যাপি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে উপবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেশন হওয়ায় সম্ভাবনা ছিল বলে পরিলক্ষিত হয়।

১২.৭ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্নাতক (পাশ) বা সমমান পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ড্রপ-আউটের হার হ্রাস, আত্ম-কর্মসংস্থান তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কোন সমীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য পিসিআরএ উল্লেখ নেই বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে পারেননি;

১৩। সুপারিশঃ

১৩.১ আলোচ্য এ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপি সে সকল শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েও উপবৃত্তির টাকা পায়নি - তাঁদের বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে। অর্থাৎ পদ্ধতি বা বিতরণগত ত্রুটির কারণে উপবৃত্তি প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্ য, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' কর্তৃক পরিচালনাধীন স্নাতক (পাশ) বা সমমান পর্যায়ের উপবৃত্তির চলমান কার্যক্রম হতে বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বকেয়া সমন্বয় করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৩.২ ভবিষ্যতে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের স্টেকহোল্ডার যেমন - সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী , শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান , উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ব্যাংক কর্মকর্তা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা বাঞ্চনীয়।

১৩.৩ উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোবাইল ব্যাকিং -এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে উপবৃত্তির টাকা প্রাপ্তির কারিগরি জটিলতা , ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন এবং বিতরণকৃত অর্থের উপজেলা /কলেজ ভিত্তিক বিবরণী প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাংককে যথাযথ নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উপবৃত্তি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কোন সেল/ডেস্ক নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৩.৪ উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলী কোন শিক্ষার্থী ভঙ্গ করলে (যেমন: প্রয়োজনীয় উপস্থিতির হার না থাকলে , ড্রপ আউট হলে , অধ্যয়নে অনিয়মিত হলে বা স্বচ্ছল পরিবারে বিবাহ হলে প্রভৃতি) বৃত্তির পরবর্তী কিস্তিতে উক্ত শিক্ষার্থী কে বাদ দিয়ে নতুন যোগ্য শিক্ষার্থীকে মনোনীত করার প্রক্রিয়া সহজতর করা প্রয়োজন।

১৩.৫ শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে কারিগরি জটিলতা সহজে দূরীকরণের ব্যবস্থাসহ মোবাইল ব্যাংকিং -এর সিকিউরিটি প্রবলেম তথা তথ্যাদি হ্যাক হওয়ার বিষয়ে শিক্ষাথীদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

১৩.৬ দেশব্যাপি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হতে উপবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেশন যাতে না সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

১৩.৭ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্নাতক (পাশ) বা সমমান পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ড্রপ-আউটের হার হ্রাস, আত্ম-কর্মসংস্থান তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কোন সমীক্ষা পরিচালনা করে সমীক্ষার ফলাফল আইএমইডি'র সঙ্গে শেয়ার করা যেতে পারে।